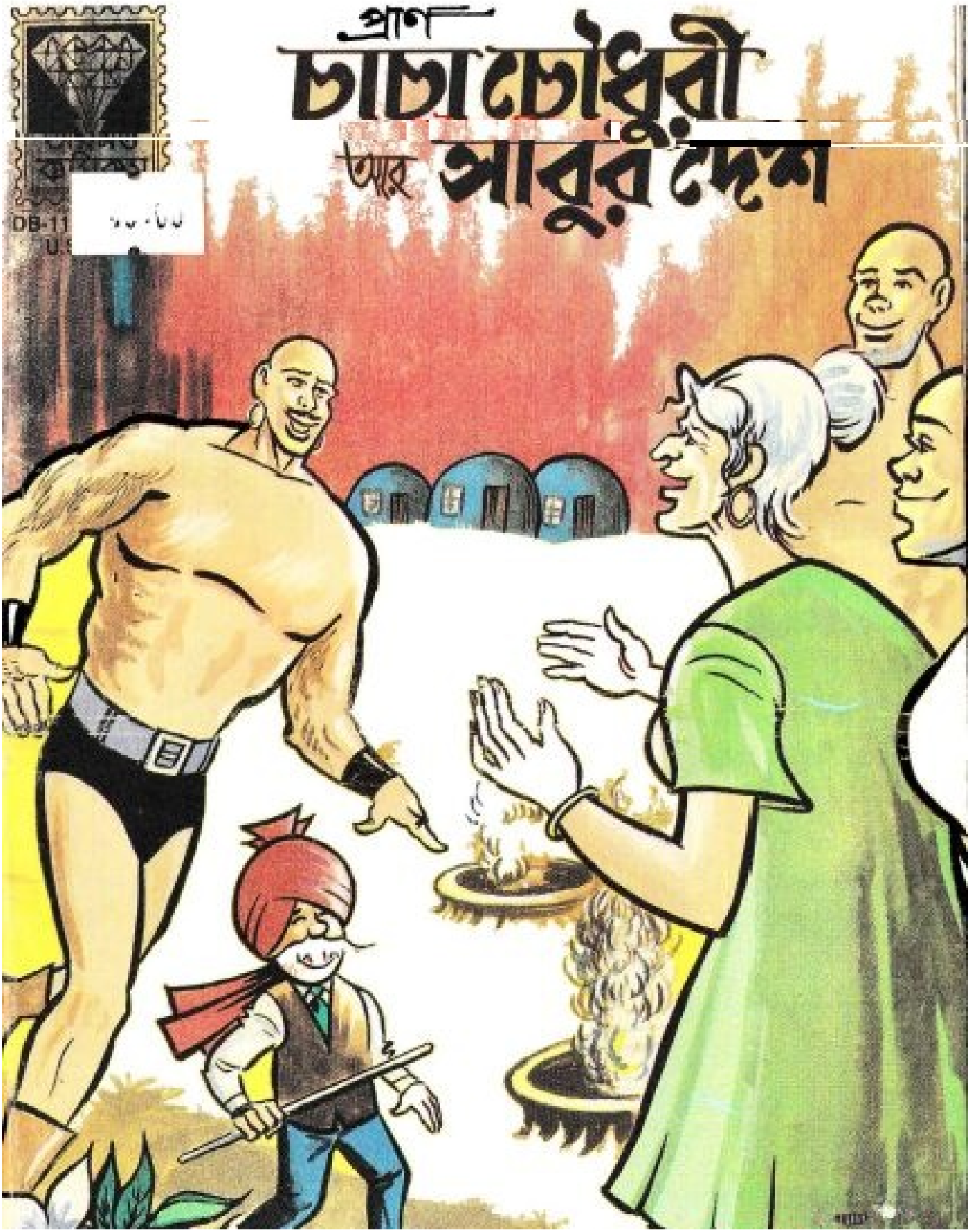
প্রাণ
চাচা চৌধুরী
আর আবুর দেশ

আবুর দেশ

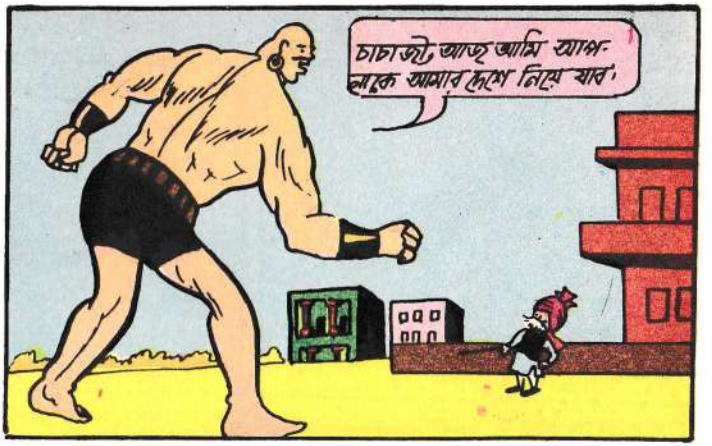
চাচাজী, আজ আমি আপনাকে আমার দেশে নিয়ে যাব।

কোথায়, জুপিটার গ্রহে?

হ্যাঁ! ওখানে আপনি দেখবেন যে, ওখানকার পরিবেশ এখান থেকে কতটা আলাদা!
তাই যদি নয়, তাহলে আমি আমার রকেট জুপিটার গ্রহে যাবার জন্য তৈরী করছি!

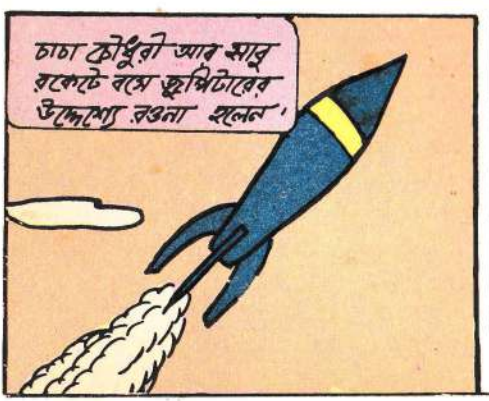
চাচা চৌধুরী আর আবু রকেটে বসে জুপিটারের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

চাচাজী, ওবার রকেটকে ডান-দিকে ঘোরান!
ঘুরিয়ে দিয়েছি!

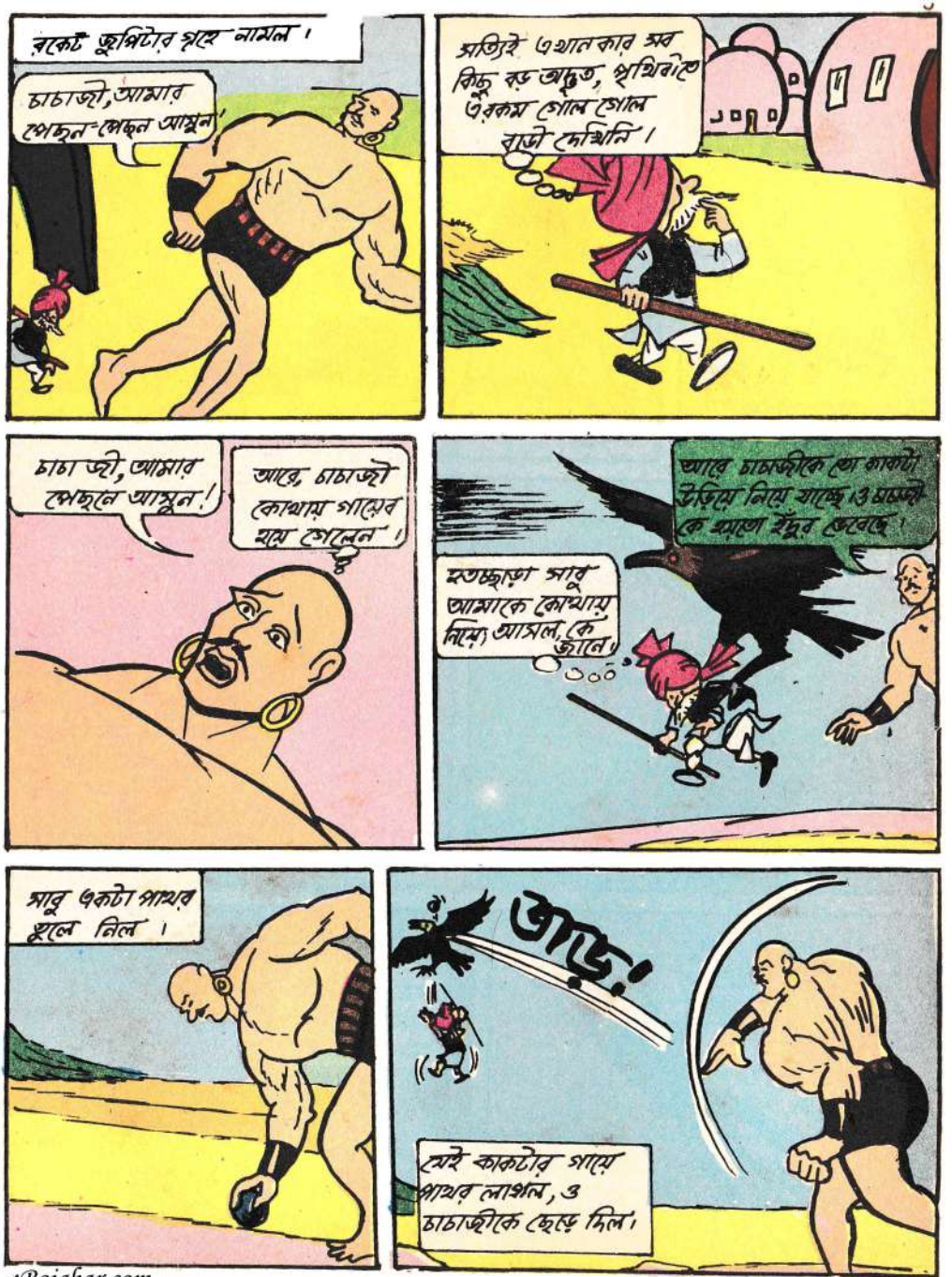

4Boighar.com

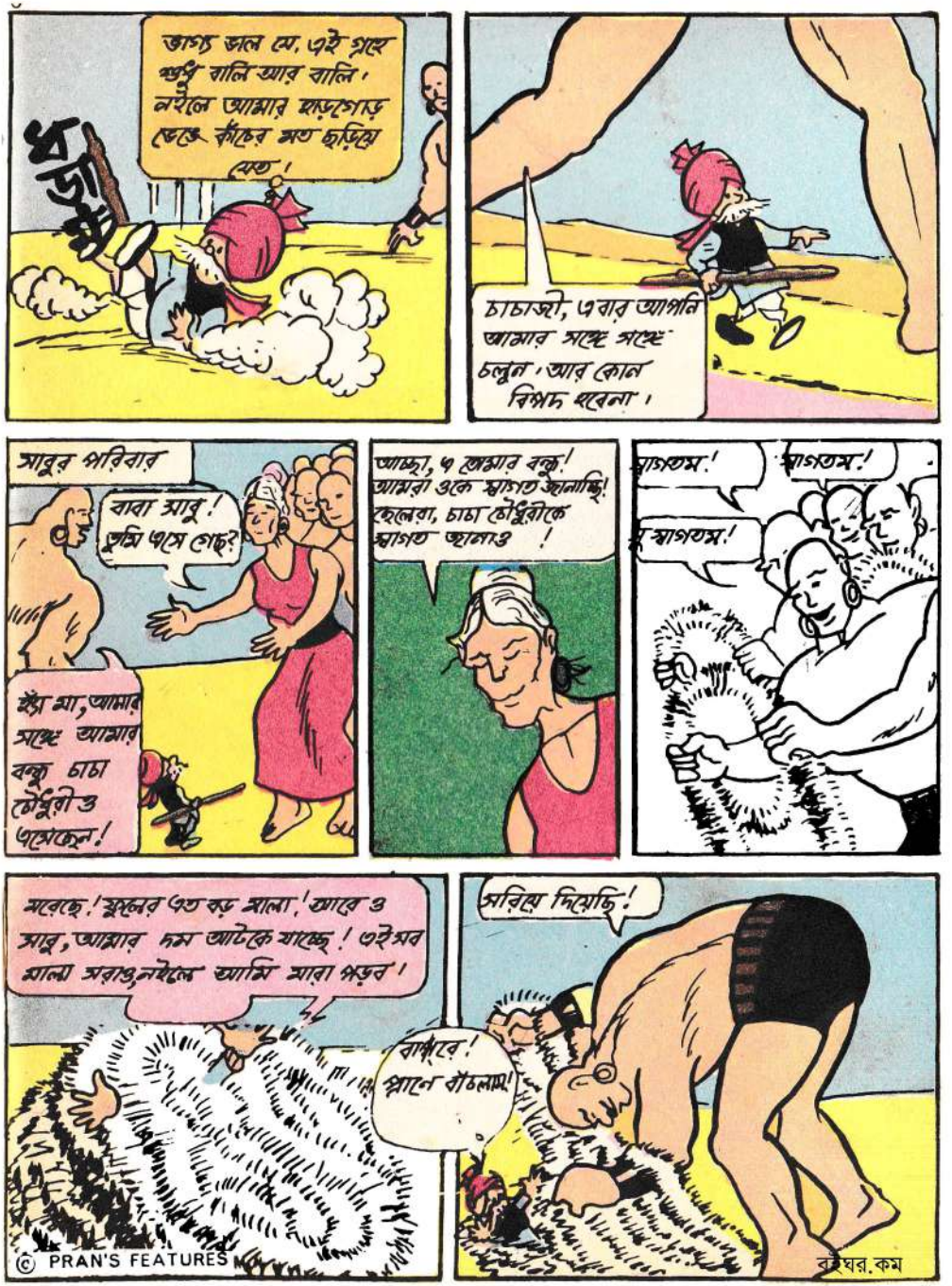

© PRAN'S FEATURES
বইঘর.কম

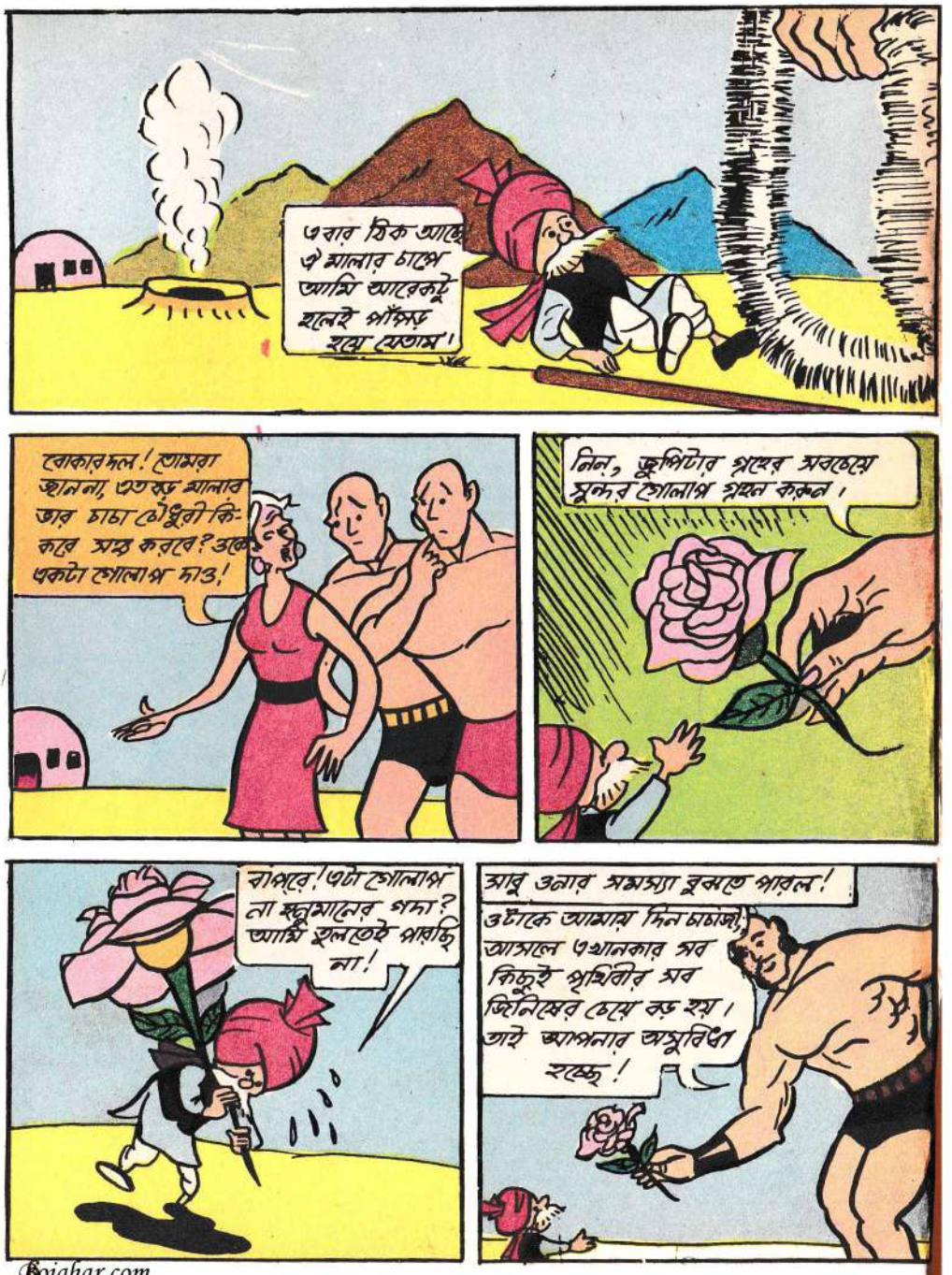
এবার ঠিক আছে! ঐ মালার চাপে আমি আরেকটু হলেই পাঁপড় হয়ে যেতাম!
বোকার দল! তোমরা জানো না, ওত বড় মালার তার চাচা চৌধুরী কি-করে সহ্য করবে? ওকে একটা গোলাপ দাও!
নিন, জুপিটার গ্রহের সবচেয়ে সুন্দর গোলাপ গ্রহণ করুন।
বাপরে! এটা গোলাপ না হনুমানের গদা? আমি তুলতেই পারছি না!
আরু ওলার সমস্যা বুঝতে পারল! ওটাকে আমায় দিন চাচাজী, আসলে ওখানকার সব কিছুই পৃথিবীর সব জিনিষের চেয়ে বড় হয়। তাই আপনার অসুবিধা হচ্ছে!

Boighar.com

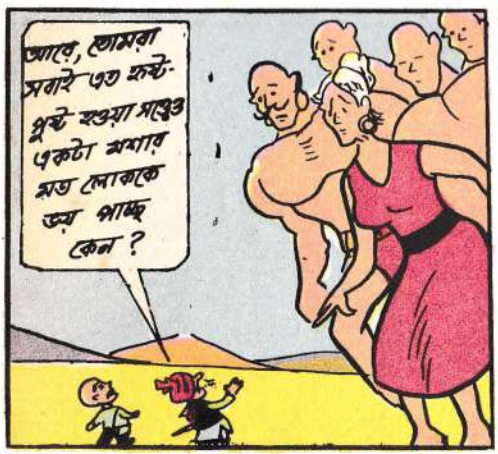

তখনই
মা! "লাল বুমক্কুড়" আসছে আমরা ওকে একশো বস্তা আনাজ পৌঁছে দিইনি - তাই ও রেগে আছে!
হায় রাম! এখন কি হবে? ও আমাদের সবাই-কে মেরে ফেলবে
লাল বুমক্কুড়—
আমি তোমাদের ওজন্যই বাঁচিয়ে রেখেছিলাম, যাতে তোমরা প্রতি মাসে আমাকে একশো বস্তা আনাজ পৌঁছে দাও। কিন্তু এবার আমি তোমাদের শেষ করে দেব।
আরে, তোমরা সবাই ওত হৃষ্ট-পুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও একটা মশার মত লোককে ভয় পাচ্ছ কেন?
চাচাজী, আপনি জানেন না। এর কাছে এক বিচিত্র জাদু আছে, যেটাকে আমরা ভয় পাই। ঐ জাদুটাকে দূরে সরিয়ে রাখতে একে আমরা প্রতিমাসে একশো বস্তা আনাজ দিই।
আমাদের মাফ করে দাও! এবার ভাল ফসল হয়নি, তাই আনাজ পৌঁছতে পারিনি!
না, আমি তোমাদের ওজন্য নিশ্চয়ই শাস্তি দেব!
"লাল বুমক্কুড়" নিজের জাদু ছাড়ল!
বইঘর.কম

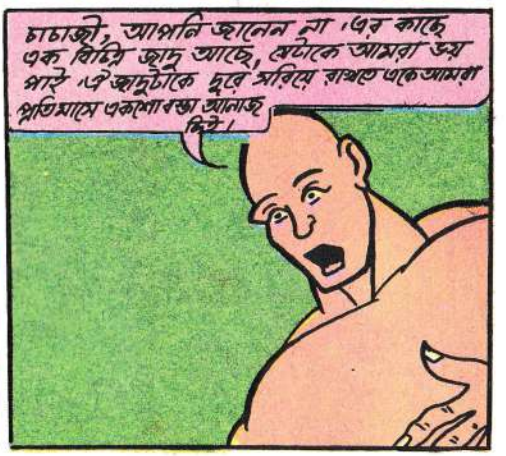

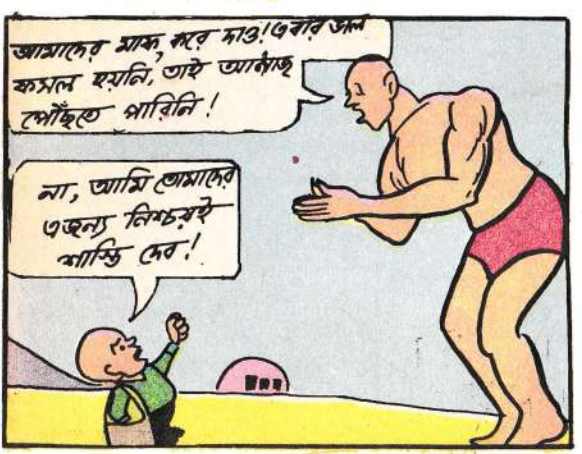

ক্ষমা কর, ক্ষমা! আমরা নিজেরা না খেয়ে থাকব, কিন্তু তোমাকে একশো বস্তা আনাজ এক্ষুনি দিয়ে দিচ্ছি।
"লাল বুমক্কড়"-এর ম্যাজিক আর কিছুই নয়—সাধারণ পটকা। জুপিটারের লোকেরা হয়তো কোনদিন পটকার আওয়াজ শোনেনি, তাই এর আওয়াজে ভয় পায়। গতবছর দেওয়ালীর কিছু আতশবাজী আমার কাছে আছে—ওগুলোকে এবার কাজে লাগানো যাক।
চাচা চৌধুরী দৌড়ে নিজের মহাকাশ যানের দিকে গেলেন—
আর একটা রকেট নিয়ে এলেন!
নাও ভাই "বুমক্কড়"! এবার আমার জাদু দ্যাখো!
সঁর্ র্ র্ র্ র্...
প্রচণ্ড গতিতে রকেট শূন্যে উঠল আর.....
মরে গেছি!
বাপরে, পালাও! এর কাছে আমার চেয়েও বড় জাদু আছে।
হা! হা! এবার এই মশা আর তোমাদের বিরক্ত করবে না!

Boighar.com

ওহো! তুমি আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছ!
বোন! আমি তোমাকে ছুঁইওনি। ছাগল হাতীকে কি করে ফেলবে?
মিথ্যে! আমি দেখেছি যে, তুমি ওকে ফেলে দিয়েছ।

খুড়াক!
ও অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল.
যখন ওর জ্ঞান ফিরল.
ওহো ... আমার সোনার ঝুমকো কোথায় গেল?
মন্দাকিনী! কি মনে করে?
চাচাজী! জেন্টাল পার্কে দুজন মহিলা আমার মাথায় ডান্ডা মেরে ঝুমকো খুলে নিয়ে পালিয়েছে
তাহলে কারাবান্ধী বোনেরা জেল থেকে বেরিয়ে এসেছে. অপরাধ করার এই কায়দাটা ওদেরই
© PRAN'S FEATURES

Boighar.com

তোমার ঝুমকো ফিরে পাওয়া উচিত। এ কাজ কৈকেয়ী করতে পারে।
কৈকেয়ী! এসো!
এই রোগা পাতলা মেয়েটা ঐ কারাবাল্লী বোনেদের কাছ থেকে আমার গয়না ফেরত আনবে! আপনি ঠাট্টা করছেন না তো চাচাজী?
আম খাও, গাছগুলো না।
কৈকেয়ী! তোমাকে সেন্ট্রাল পার্কে যেতে হবে।
বোন! একজন দুর্বল মেয়ে আসছে?
ডান্ডা সামলাও!
ও দামী নেকলেস পরে আসছে।
সেন্ট্রাল পার্ক
আউ-উ! টিকটিকি! তুমি আমাকে ফেলে দিলে?
একটা টিকটিকি হস্তিনীকে ফেলতে পারে?
মুখে মুখে তর্ক করছ?

তুমি শাস্তি পাবে !
ছটাক!
ছোট্ট মেয়েটাকে প্রানে মেরে ফ্যালো !
মারো!
থ্বড়াক! ফটাক্ !
মন্দাকিনীর গয়না কোথায় ?
ছিছি, ক্ষমা কর!
কৈকেয়ী জুডোর ব্ল্যাক বেল্ট চ্যাম্পিয়ন

Boighar.com

ট্রাক বিক্রী

ওহো ! প্রচন্ড গরম !
গলা শুকিয়ে আসছে

চাচাজী ! খুব কাছেই
একটা নদী বয়ে যাচ্ছে,
ট্রাক থামান, তেষ্টা
মিটিয়ে নিই

আসুন !
POWER

জল ছাড়া
মানুষের বেঁচে থাকাটাই
অসম্ভব।
সাবু! পেট পুরে
জল খেয়ে নাও।
ট্রাক বিক্রী আছে!
দামঃ দুহাজার টাকা!
ট্রাক! দুহাজার টাকা।
এত সস্তা?
© PRAN'S FEATURES

Boighar.com

উপায় নেই। মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। তার জন্য টাকা তো চাই।
গুনে নাও। দু হাজার টাকা।
ট্রাক এখন তোমার।
ধনকু! কেটে পড়। তোমারই বিয়ে হল না। মেয়ে কোত্থেকে আসবে?
ইঞ্জিন একবারে স্টার্ট হয়ে গেল। মালটা সস্তাই পাওয়া গেছে।
কি ভাই! কি ব্যাপার? রাস্তা ছাড়ো!

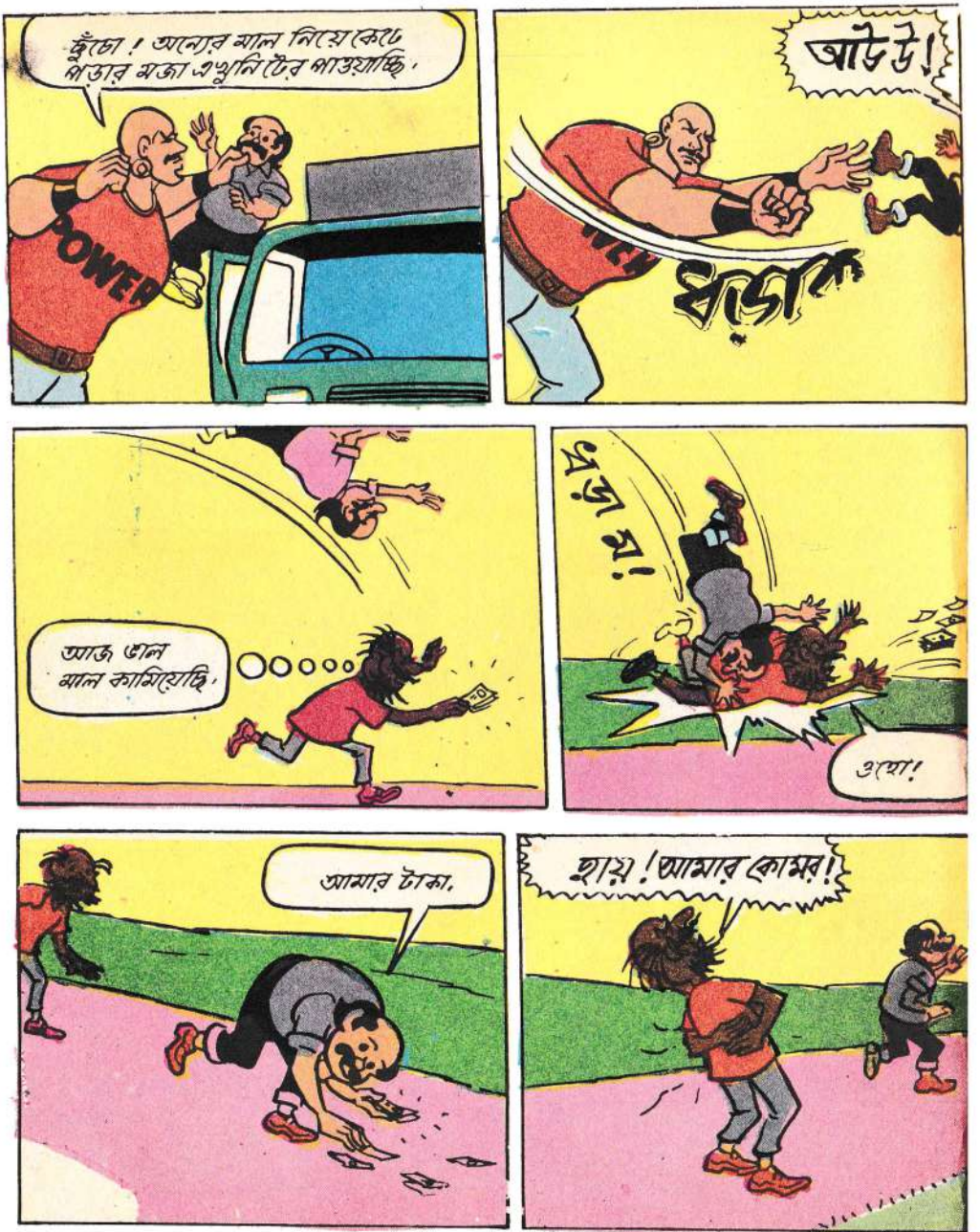

ছুঁচো! অন্যের মাল নিয়ে কেটে
পড়ার মজা এখুনি টের পাওয়াচ্ছি।
আউউ!
ধড়াক
আজ ভাল
মাল কামিয়েছি।
ধড়াম!
ওহো!
আমার টাকা।
হায়! আমার কোমর!

Boighar.com

স্বামী নির্বাচন
তে-সা- রিয়ার রানী যারিনা.
ও আমার ১নং স্বামী ছিল, বিরোম, বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর পুরুষ. এ স্বামীর নং ২, গোরাজ ছিল এক বৈজ্ঞানিক.
এইভাবে আমি একের পর এক পঁয়ত্রিশ জনকে বিয়ে করেছিলাম. ওরা প্রত্যেকেই পৃথিবীর প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিল. কেউ সার্জন, কেউ অর্থ-নীতিবিদ, কেউ অভিনেতা, কেউ গায়ক, আবার কেউ লেখক!
এবার আমি চাই পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী পুরুষকে!
মহারানী যারিনা! সে হল সাবু.
সৈন্যরা! যাও, সাবুকে নিয়ে এসো!
জো হুকুম, মহারানী!
699.
© PRAN'S FEATURES

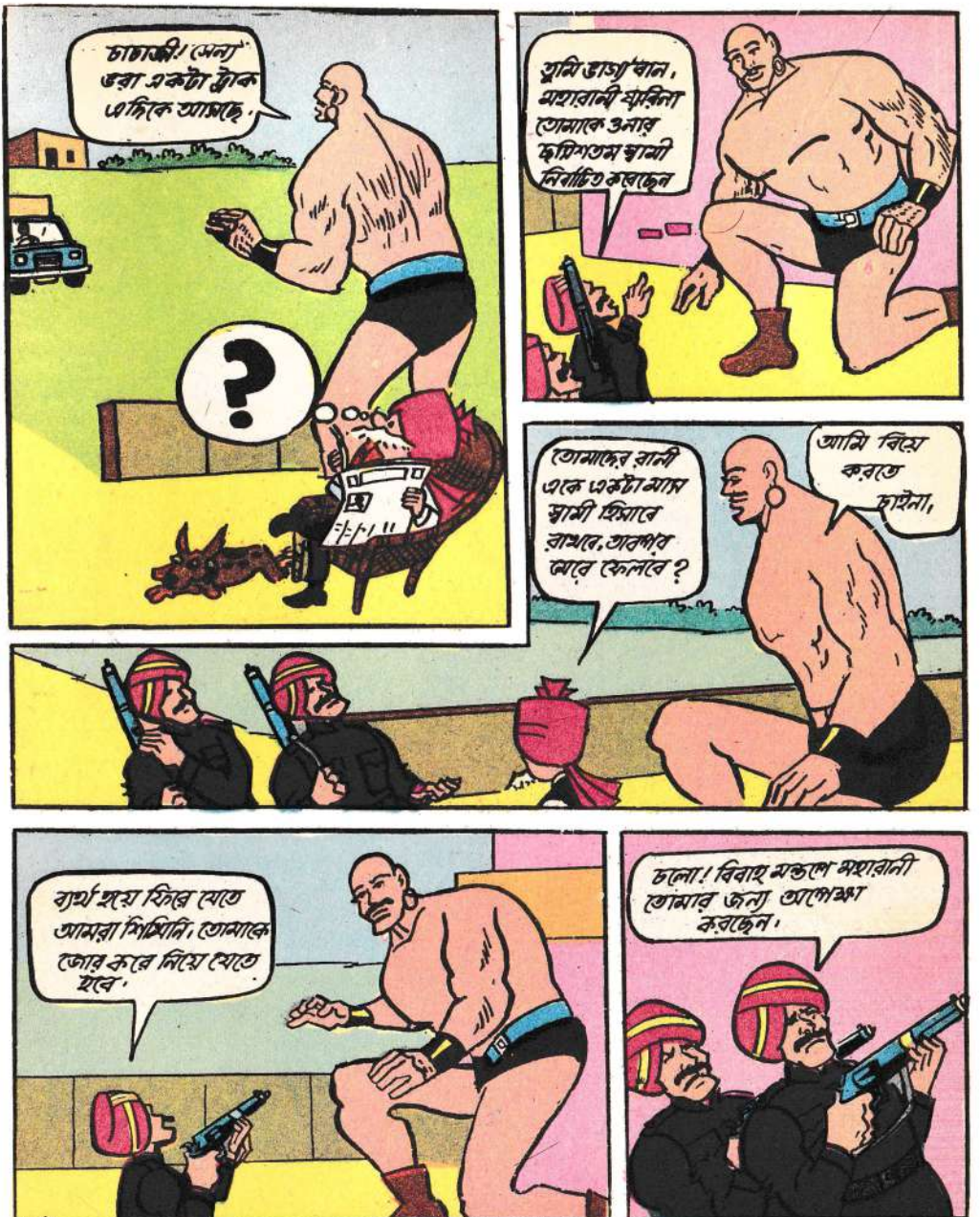
চাচাজী! সেন্য' ভরা একটা ট্রাক এদিকে আসছে।
?
তুমি ভাগ্যবান, মহারানী যুবিনা তোমাকে ওনার দ্বাদশতম স্বামী নির্বাচিত করেছেন
তোমাদের রানী একে একটা মাস স্বামী হিসাবে রাখবে, তারপর মেরে ফেলবে?
আমি বিয়ে করতে চাইনা।
ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে আমরা শিখিনি। তোমাকে জোর করে নিয়ে যেতে হবে।
চলো! বিবাহ মন্ডপে মহারানী তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

Boighar.com

ব্যাঙের দল! যা পালা!
ওয়্যা হ!
আমাদের কাছে মেরে ফেলার হুকুমও আছে। এই শক্তিশালী বোম তোমাদের দুজনকে টুকরো-টুকরো করে ফেলবে।
ভোঁ! ভোঁ!!
কড়ড়মম!
পালাও!

বইঘর.কম

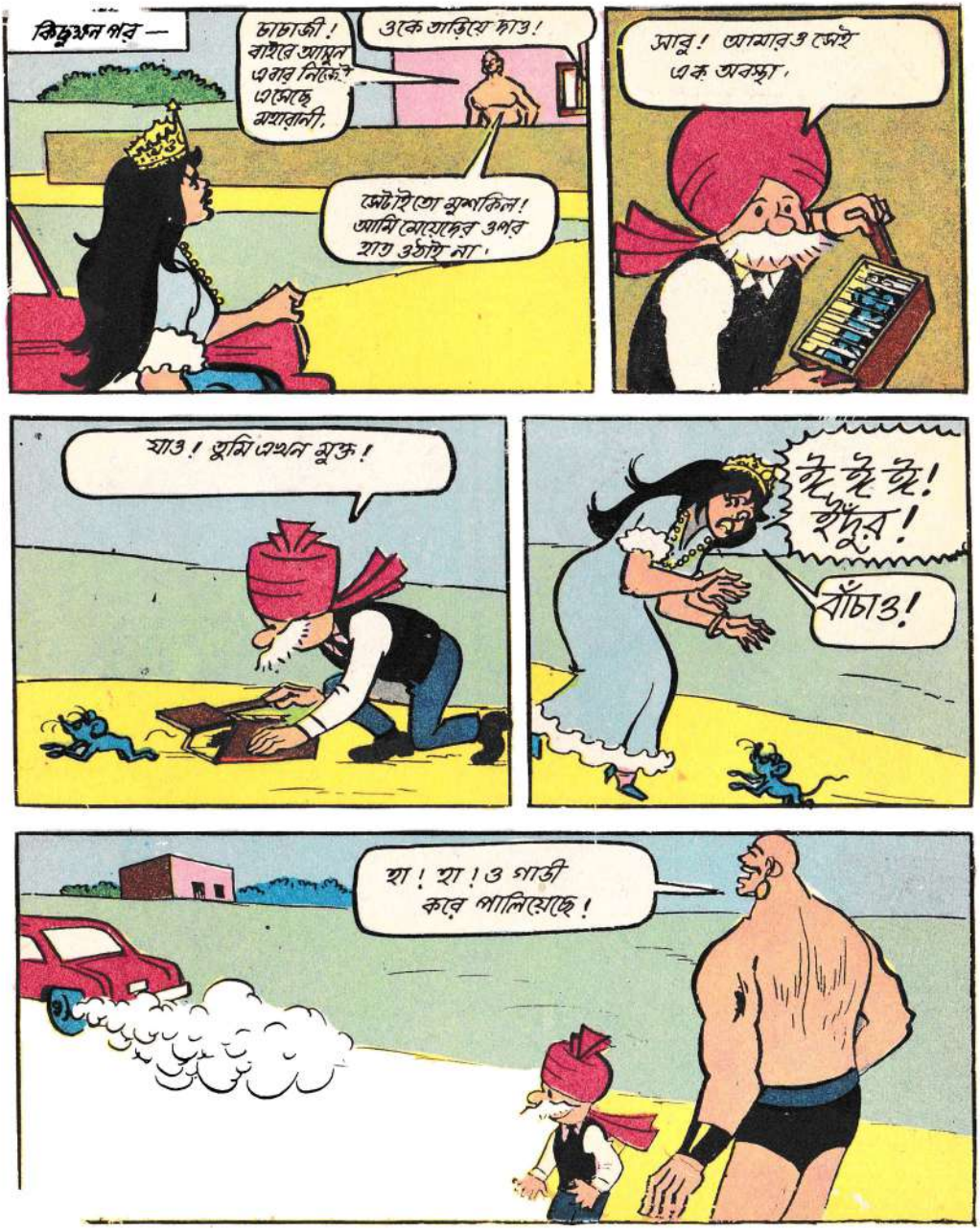

কিছুক্ষণ পর —
চাচাজী! বাইরে আসুন এবার নিজেই এসেছে মহারানী.
ওকে তাড়িয়ে দাও!
সেটাইতো মুশকিল! আমি মেয়েদের ওপর হাত ওঠাই না।
সাবু! আমারও সেই এক অবস্থা।
যাও! তুমি এখন মুক্ত!
ইঁ ইঁ ইঁ! ইঁদুর!
বাঁচাও!
হা! হা! ও গাড়ী করে পালিয়েছে!

Boighar.com

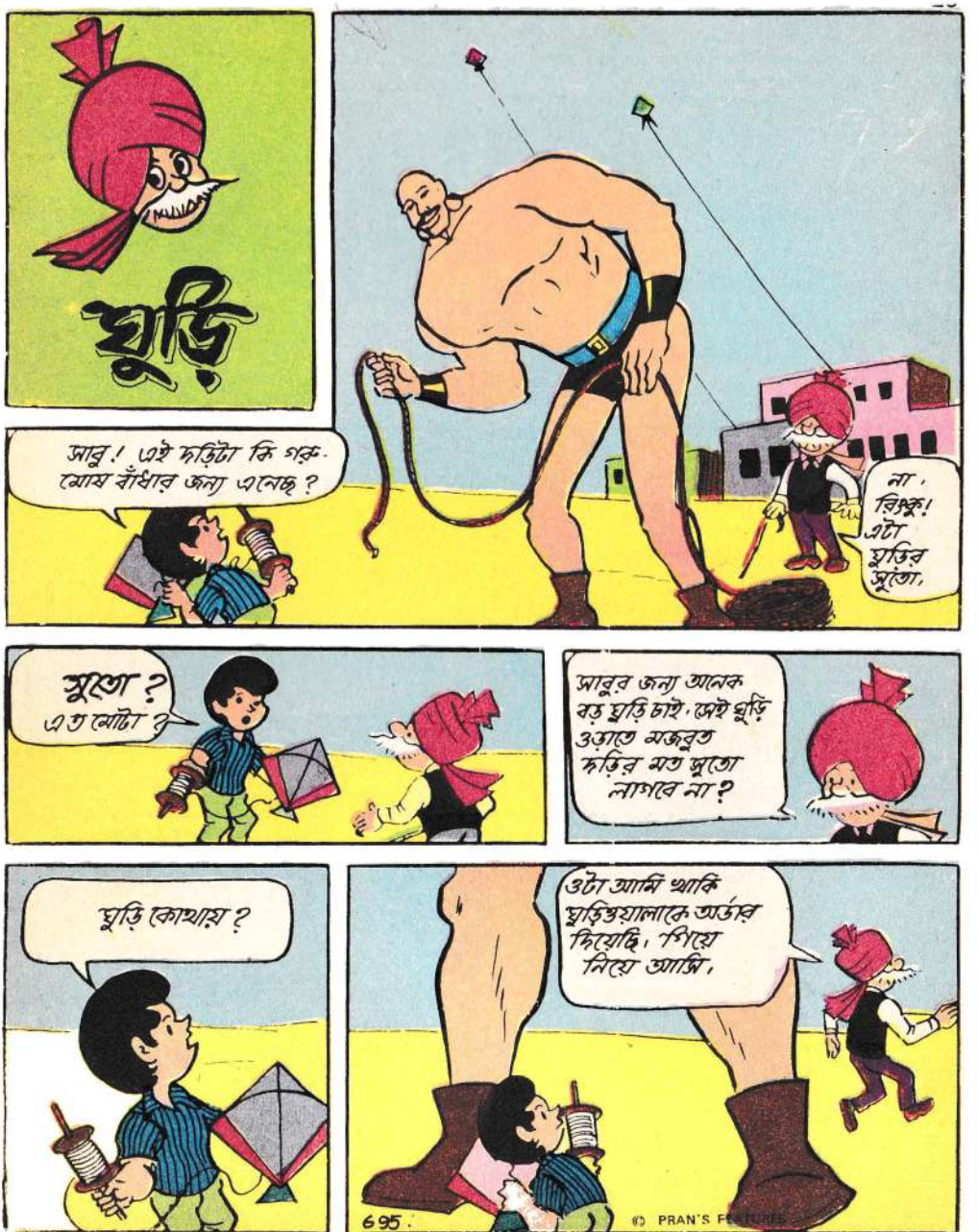
ঘুড়ি
সাবু! এই দড়িটা কি গরু মোষ বাঁধার জন্য এনেছ?
না, রিঙ্কু! এটা ঘুড়ির সুতো.
সুতো? এত মোটা?
সাবুর জন্য অনেক বড় ঘুড়ি চাই, সেই ঘুড়ি ওড়াতে মজবুত দড়ির মত সুতো লাগবে না?
ঘুড়ি কোথায়?
ওটা আমি আকি ঘুড়িওয়ালাকে অর্ডার দিয়েছি, গিয়ে নিয়ে আসি.
695.
© PRAN'S FEATURES

বইঘর.কম

বেশকিছু দূরে...
ঝোপন! এই নাও ড্রাগসের প্যাকেট! আমেরিকায় এটার দাম কম করে এক কোটি টাকা।
জিনাগ! আমাদের ধান্দা এরকম চললে আমরা কিছুদিনের মধ্যেই কোটিপতি হয়ে যাব।
দাঁড়াও!
বাপ্‌রে! হাবিলদার জন্তাদীন!
ঝোপন! গাড়ী জোরে চালাও! ধরা পড়লে শ্রীঘরের হাওয়া খেতে হবে।
আবুর জন্য ঘুড়ি বানাতে ঘুড়িওয়ালার হয়তো কাগজ জোগাড় করতে অনেক সময় লেগে গেছে।
সরররাট!
ওহোহ!

Boighar.com

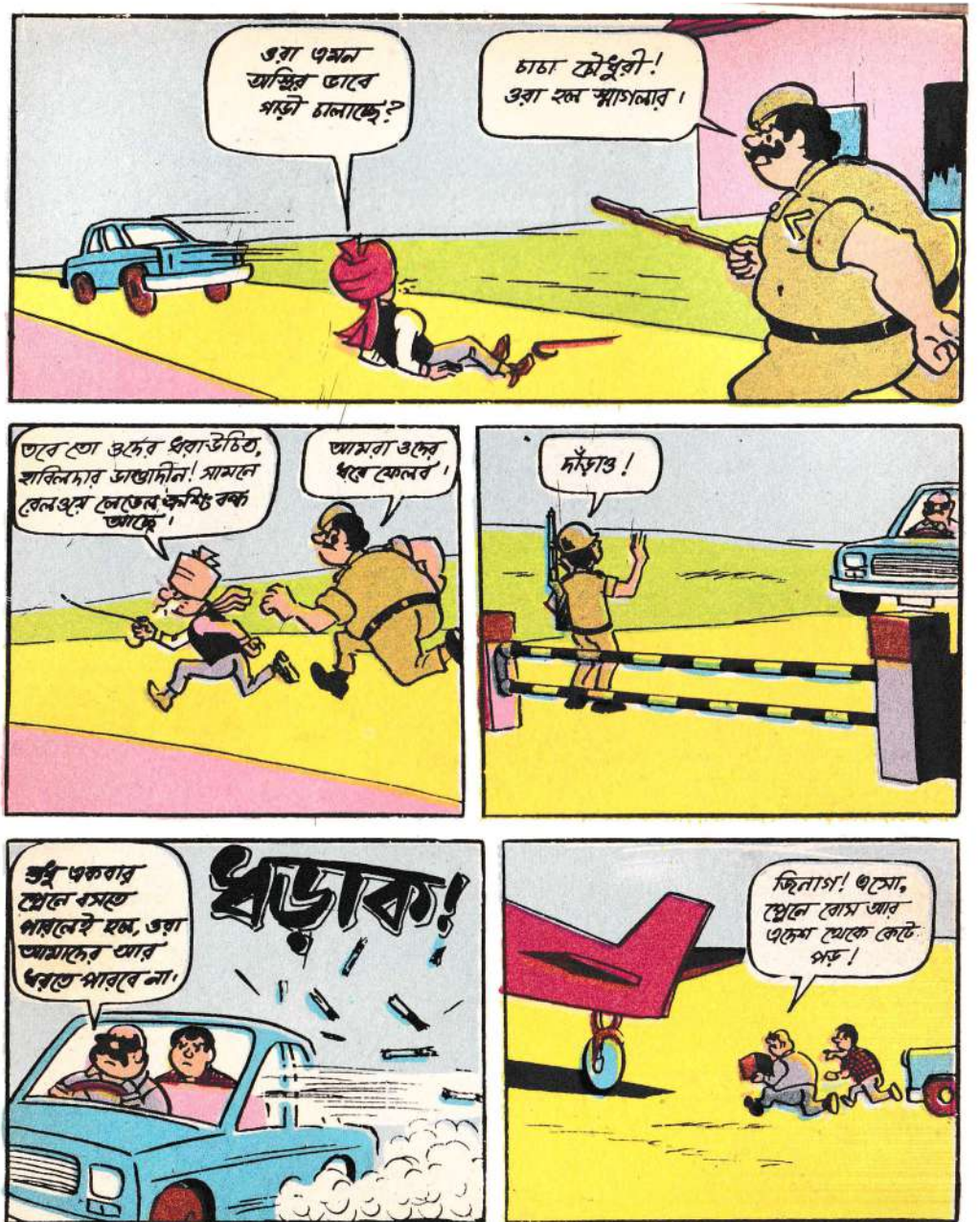

ওরা এমন অস্থির ভাবে গাড়ী চালাচ্ছে?
চাচা চৌধুরী! ওরা হল স্মাগলার।
তবে তো ওদের ধরা উচিত, হাবিলদার ডাণ্ডাদীন! সামনে রেলওয়ে লেভেল ক্রসিং বন্ধ আছে।
আমরা ওদের ধরে ফেলব।
দাঁড়াও!
শুধু একবার প্লেনে বসতে পারলেই হল, ওরা আমাদের আর ধরতে পারবে না।
ধড়াক!
জিনাগ! এসো, প্লেনে বোস আর এদেশ থেকে কেটে পড়!

বইঘর.কম

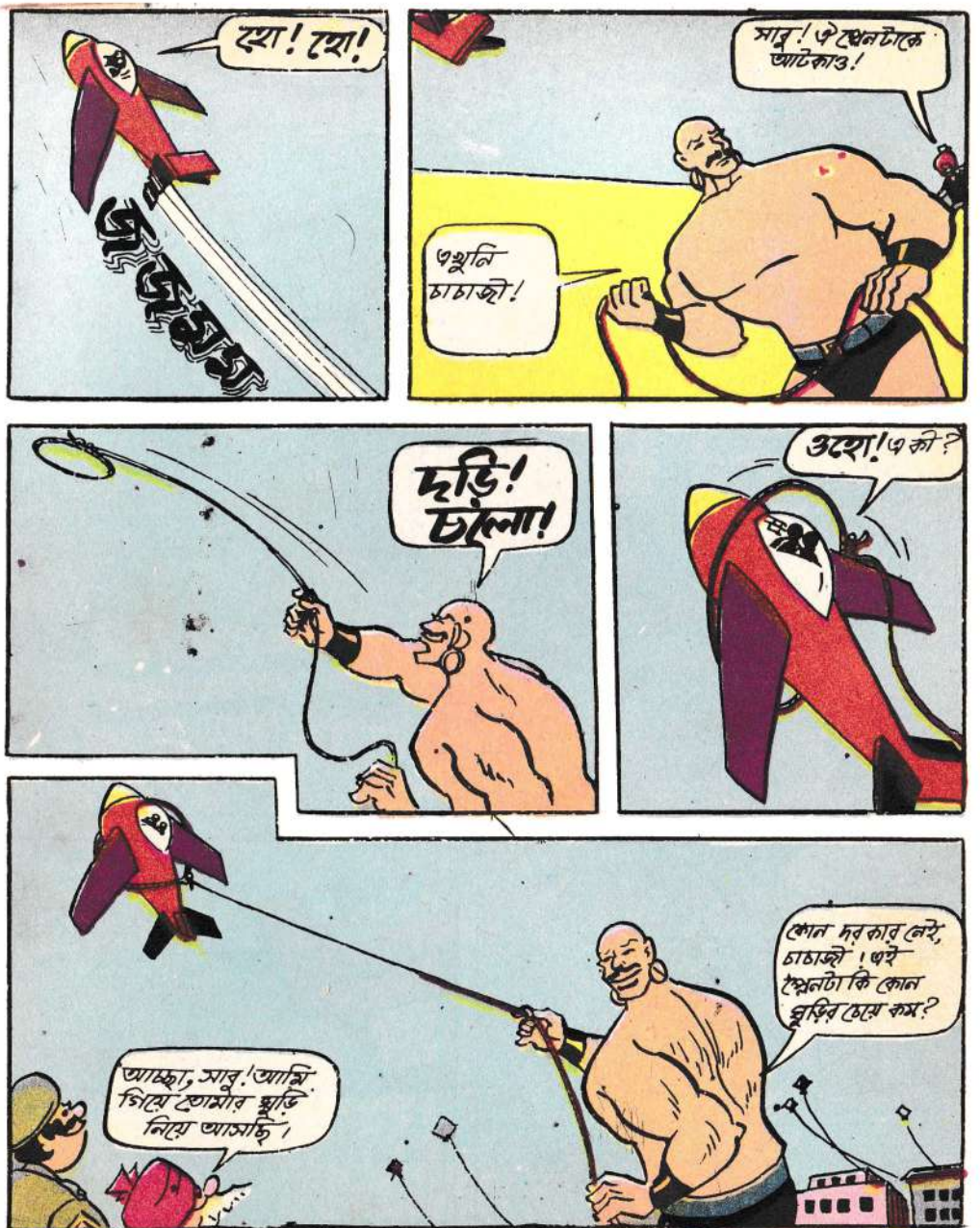
হো! হো!
সাবু! ঐ প্লেনটাকে আটকাও!
ওখুনি চাচাজী!
দড়ি! চলো!
ওহো! এ কী?
কোন দরকার নেই, চাচাজী! ওই প্লেনটা কি কোন ঘুড়ির চেয়ে কম?
আচ্ছা, সাবু! আমি গিয়ে তোমার ঘুড়ি নিয়ে আসছি।

Boighar.com

জলের ওপর চলা লোক
স্টেডিয়াম দর্শকে পরিপূর্ন, ওরা সবাই রুস্তমের জন্য অপেক্ষা করছে, যে পৃথিবীর মধ্যে প্রথম জলের ওপর হেঁটে যাওয়া লোক।
আর রুস্তম এসে পৌঁছতেই সবার মধ্যে খুশী হোয়ে গেল।
রুস্তম জাদুকর।
রুস্তম দেবদূত
রুস্তম জিন্দাবাদ!
বন্ধুগন! এবার আমি আপনাদের জলের ওপর দিয়ে হাঁটার সেই চমৎকার খেলা দেখাব, যার জন্য আপনারা পয়সা খরচ করে এসেছেন
বাঃ!
অপূর্ব!
জলের ওপর আজ পর্যন্ত্য কেউ চলেনি

বইঘর.কম

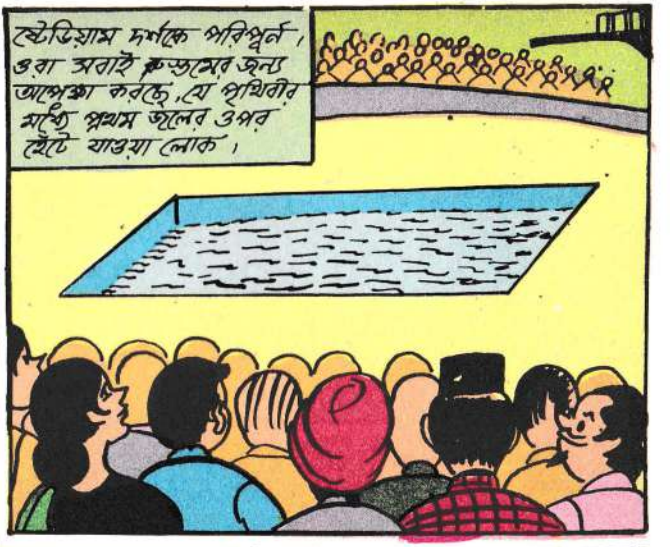

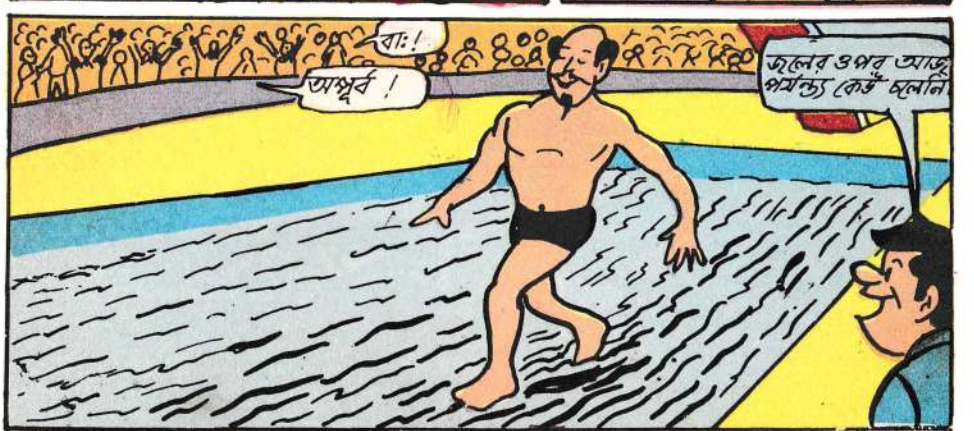

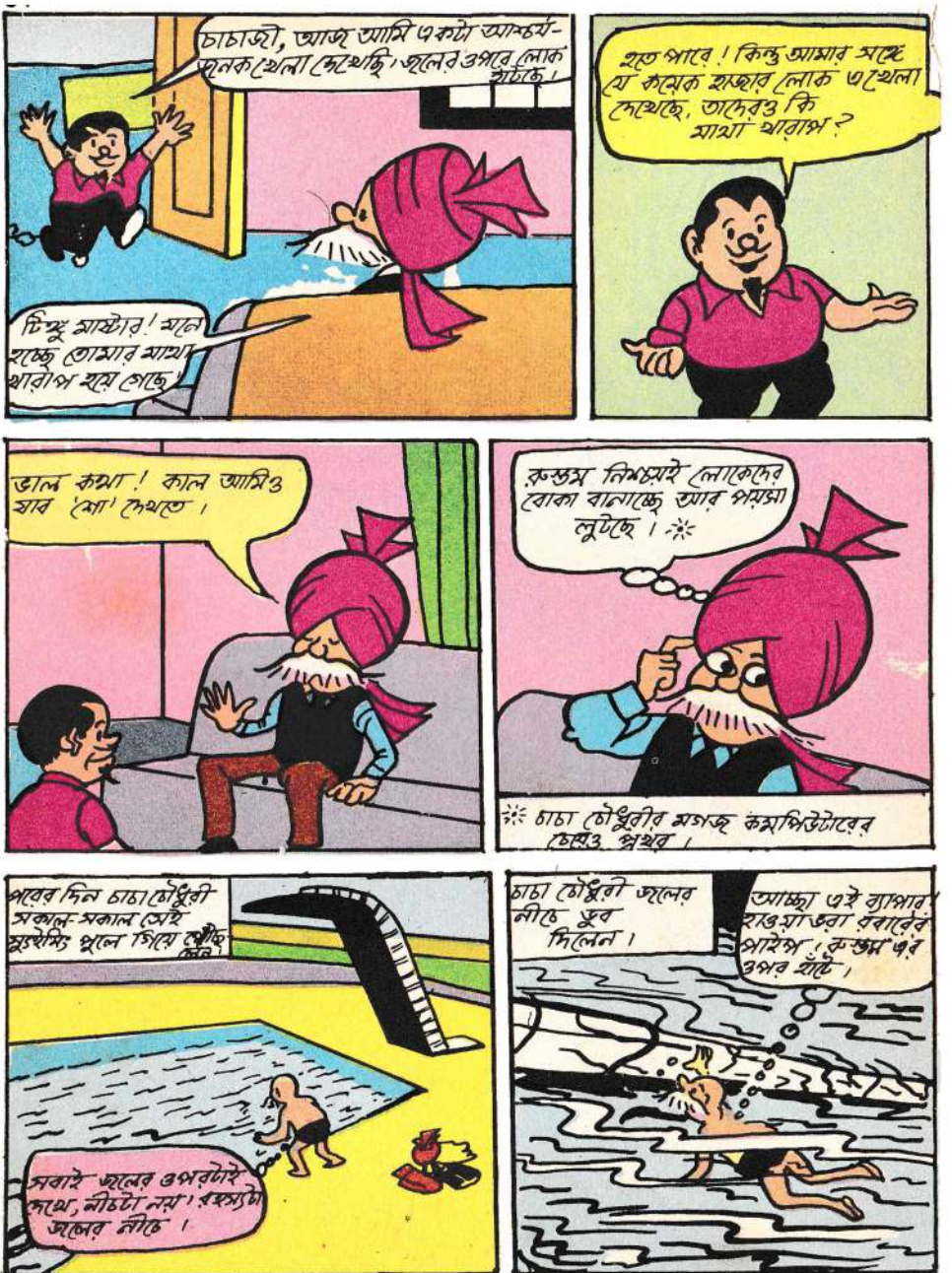
চাচাজী, আজ আমি একটা আশ্চর্য-জনক খেলা দেখেছি। জলের ওপরে লোক হাঁটছে।
টিঙ্কু মাস্টার! মনে হচ্ছে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।
হতে পারে! কিন্তু আমার সঙ্গে যে কয়েক হাজার লোক এ খেলা দেখেছে, তাদেরও কি মাথা খারাপ?
ভাল কথা! কাল আমিও যাব খেলা দেখতে।
রুস্তম নিশ্চয়ই লোকেদের বোকা বানাচ্ছে আর পয়সা লুটছে। *
* চাচা চৌধুরীর মগজ কম্পিউটারের চেয়েও প্রখর।
পরের দিন চাচা চৌধুরী সকাল-সকাল সেই সুইমিং পুলে গিয়ে পৌঁছে গেল।
সবাই জলের ওপরটাই দেখে, নীচটা নয়। রহস্যটা জলের নীচে।
চাচা চৌধুরী জলের নীচে ডুব দিলেন।
আচ্ছা এই ব্যাপার! হাওয়া ভরা রবারের পাইপ। রুস্তম এর ওপর হাঁটে।

Boighar.com

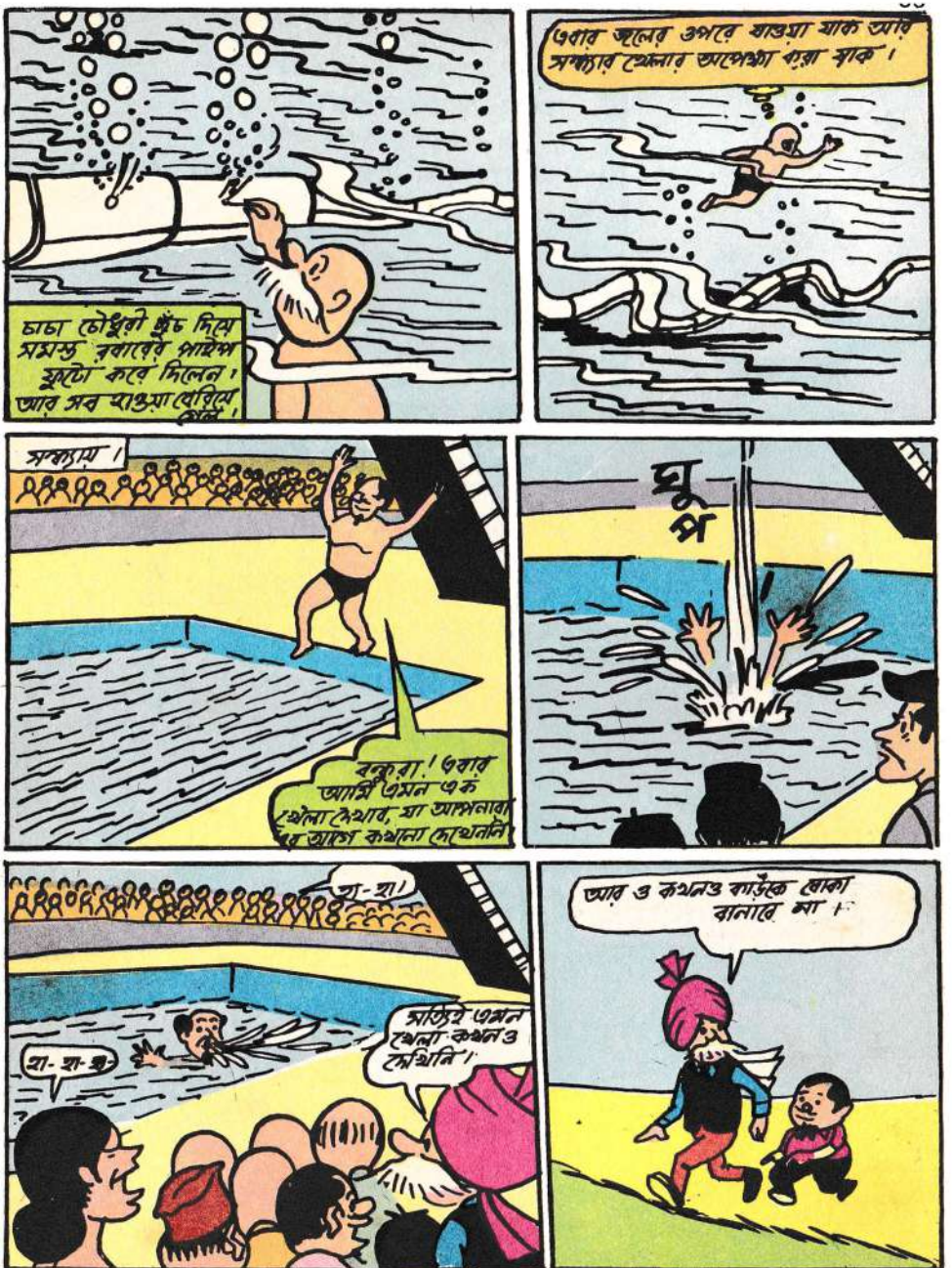

চাচা চৌধুরী ছুঁচ দিয়ে সমস্ত রবারের পাইপ ফুটো করে দিলেন, আর সব হাওয়া বেরিয়ে
এবার জলের ওপরে যাওয়া যাক আর সন্ধ্যার খেলার অপেক্ষা করা যাক।
সন্ধ্যায়।
বন্ধুরা! এবার আমি এমন এক খেলা দেখাব, যা আপনারা এর আগে কখনো দেখেননি!
ঘুপ
হা-হা!
হা-হা-হা
সত্যিই এমন খেলা কখনও দেখিনি।
আর ও কখনও কাউকে বোকা বানাবে না।

বইঘর.কম

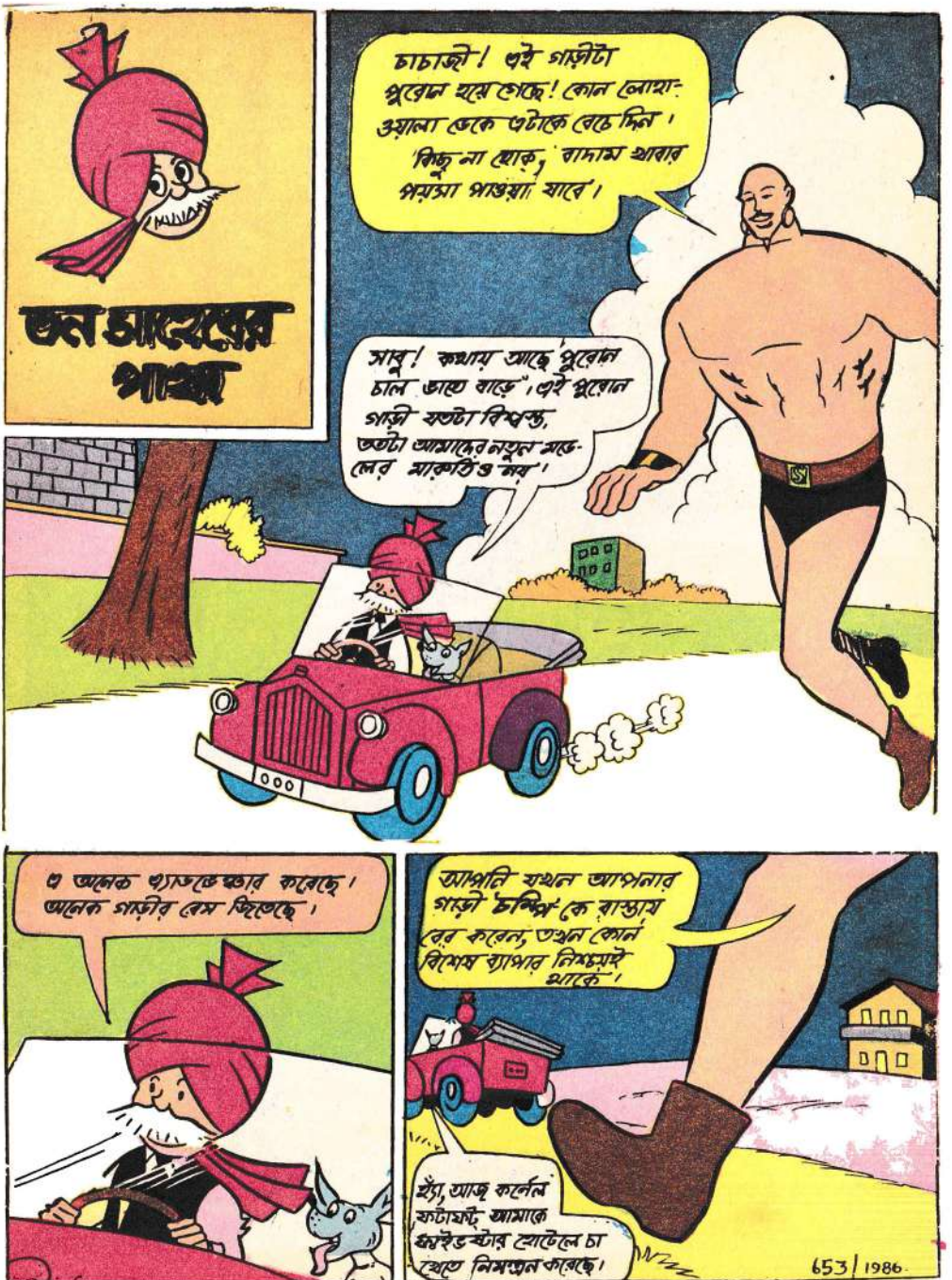

জন সাহেবের
চাচাজী! ওই গাড়ীটা পুরোন হয়ে গেছে! কোন লোহা-ওয়ালা ডেকে ওটাকে বেচে দিন। কিছু না হোক, বাদাম খাবার পয়সা পাওয়া যাবে।
সাবু! কথায় আছে 'পুরোন চাল ভাতে বাড়ে', এই পুরোন গাড়ী যতটা বিশ্বস্ত, ততটা আমাদের নতুন মডেলের মারুতিও নয়।
এ অনেক খ্যাতকে ষ্ঠার করেছে। অনেক গাড়ীর রেস জিতেছে।
আপনি যখন আপনার গাড়ী 'চম্পি'কে রাস্তায় বের করেন, তখন কোন বিশেষ ব্যাপার নিশ্চয়ই থাকে।
হ্যাঁ, আজ কর্নেল ফটাফট্ আমাকে ওয়াইল্ডস্টার হোটেলে চা খেতে নিমন্ত্রন করেছে।
653/1986

Boighar.com

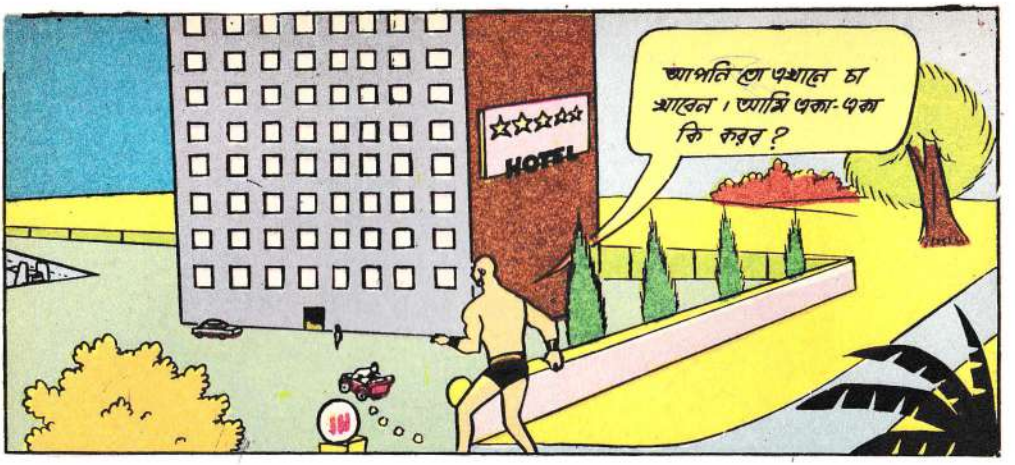

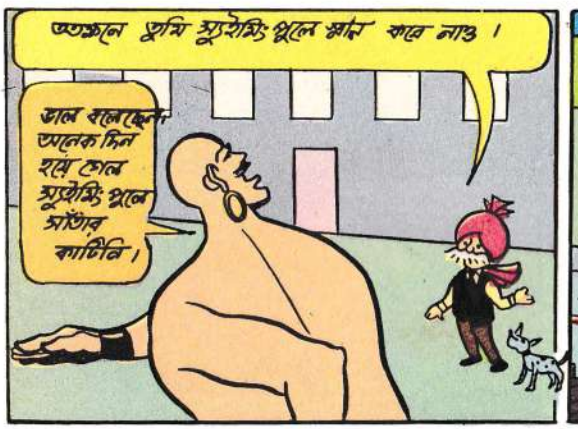

আপনি তো এখানে চা খাবেন। আমি একা-একা কি করব?
অতক্ষণে তুমি সুইমিং পুলে স্নান করে নাও।
ভাল বলেছেন। অনেক দিন হয়ে গেল সুইমিং পুলে সাঁতার কাটিনি।
কর্নেল ফটাফট! আমরা ভেতরে রেস্তোরায় গিয়ে চা খেলেই ভাল হবে
কেন? এখানে খোলা হাওয়ায় সুইমিং পুলের ধারে বসে চা খাওয়ার যে মজা, তা ভেতরে ঘরে বসে কোথায় পাব?
না, বলছিলাম কি সুইমিং পুলের থেকে দূরে বসাই ভাল।
কেন? জোয়ার ভাঁটা আসার ভয় আছে নাকি?
বইঘর.কম

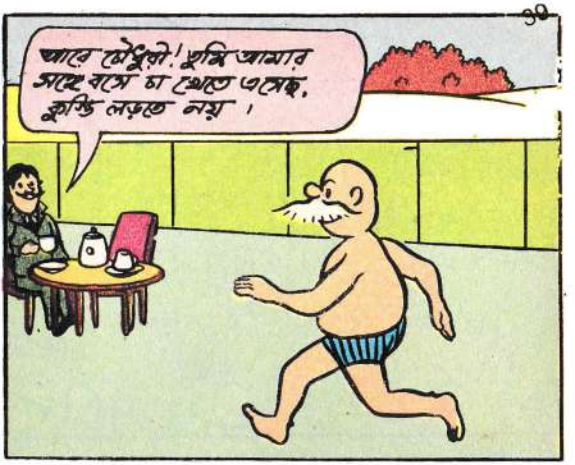

কর্নেল যখন জেদ ছাড়বেন না, তখন আমিই না হয় জামা-কাপড় ছেড়ে ঠিক ভাবে বসি ।
আরে চৌধুরী! তুমি আমার সঙ্গে বসে চা খেতে এসেছ, কুস্তি লড়তে নয় ।
নাও, দার্জিলিং-এর তাজা চা খাও আর নিজেও তাজা হয়ে নাও ।
বাঃ, কর্নেল! তোমার চা তোমার মেজাজের মতই কড়া

Boighar.com

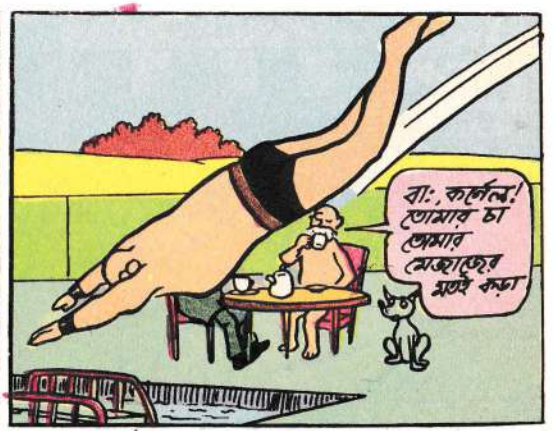

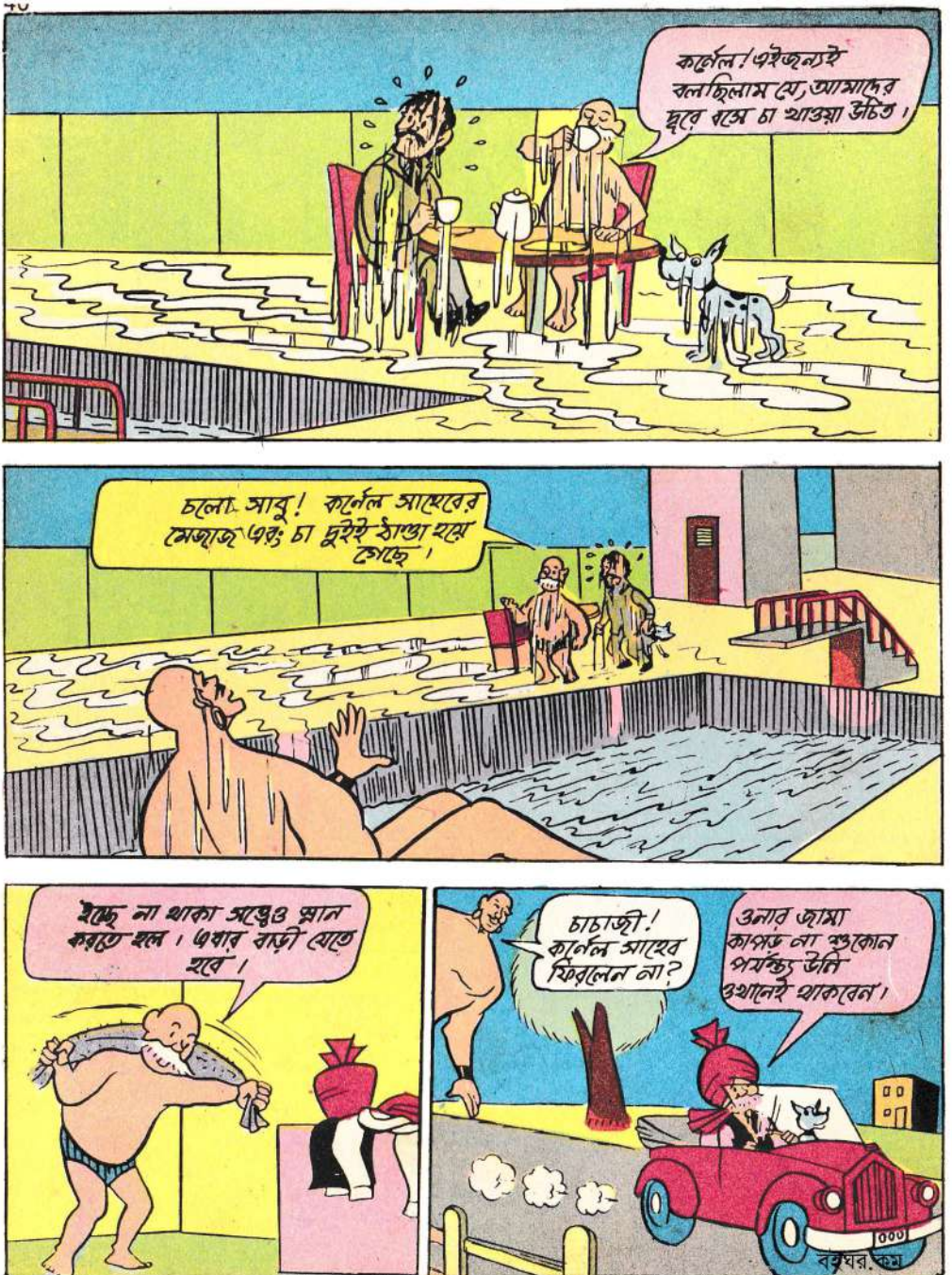
কর্নেল! এইজন্যই বলছিলাম যে, আমাদের দূরে বসে চা খাওয়া উচিত।
চলো সাবু! কর্নেল সাহেবের মেজাজ এত চা দুইই ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।
ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও স্নান করতে হল। এবার বাড়ী যেতে হবে।
চাচাজী! কর্নেল সাহেব ফিরলেন না?
ওনার জামা কাপড় না শুকোন পর্যন্ত উনি ওখানেই থাকবেন।

বইঘর.কম

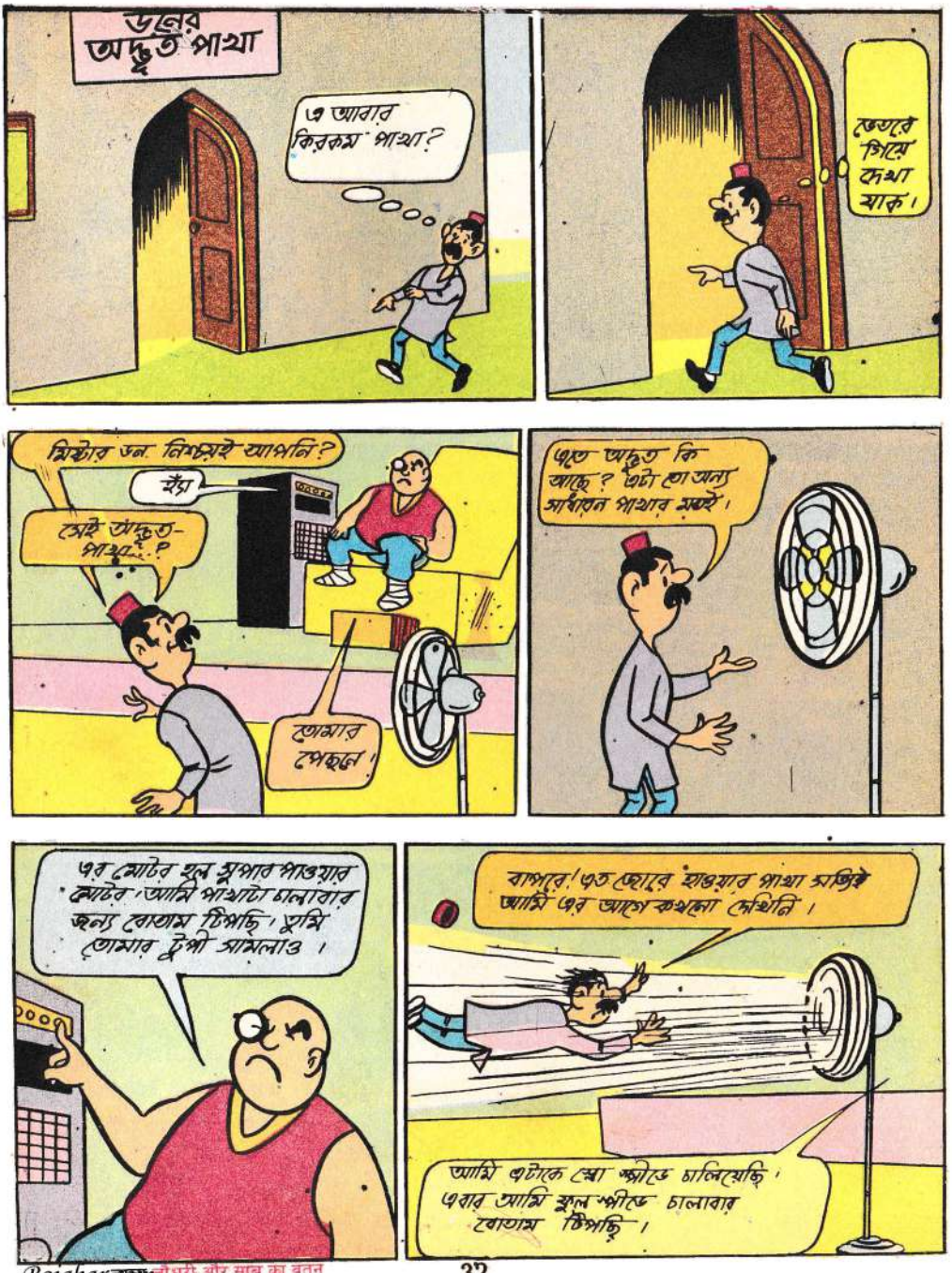

ডনের অদ্ভুত পাখা
এ আবার কিরকম পাখা?
ভেতরে গিয়ে দেখা যাক।
মিস্টার ডন, নিশ্চয়ই আপনি?
হ্যাঁ
সেই অদ্ভুত-পাখা...?
তোমার পেছনে!
এতে অদ্ভুত কি আছে? এটা তো অন্য সাধারণ পাখার মতই।
এর মোটর হল সুপার পাওয়ার মোটর, আমি পাখাটা চালাবার জন্য বোতাম টিপছি। তুমি তোমার টুপী সামলাও।
বাপরে! এত জোরে হাওয়ার পাখা সত্যিই আমি এর আগে কখনো দেখিনি।
আমি এটাকে স্লো স্পীডে চালিয়েছি। এবার আমি ফুল স্পীডে চালাবার বোতাম টিপছি।

Boighar.com

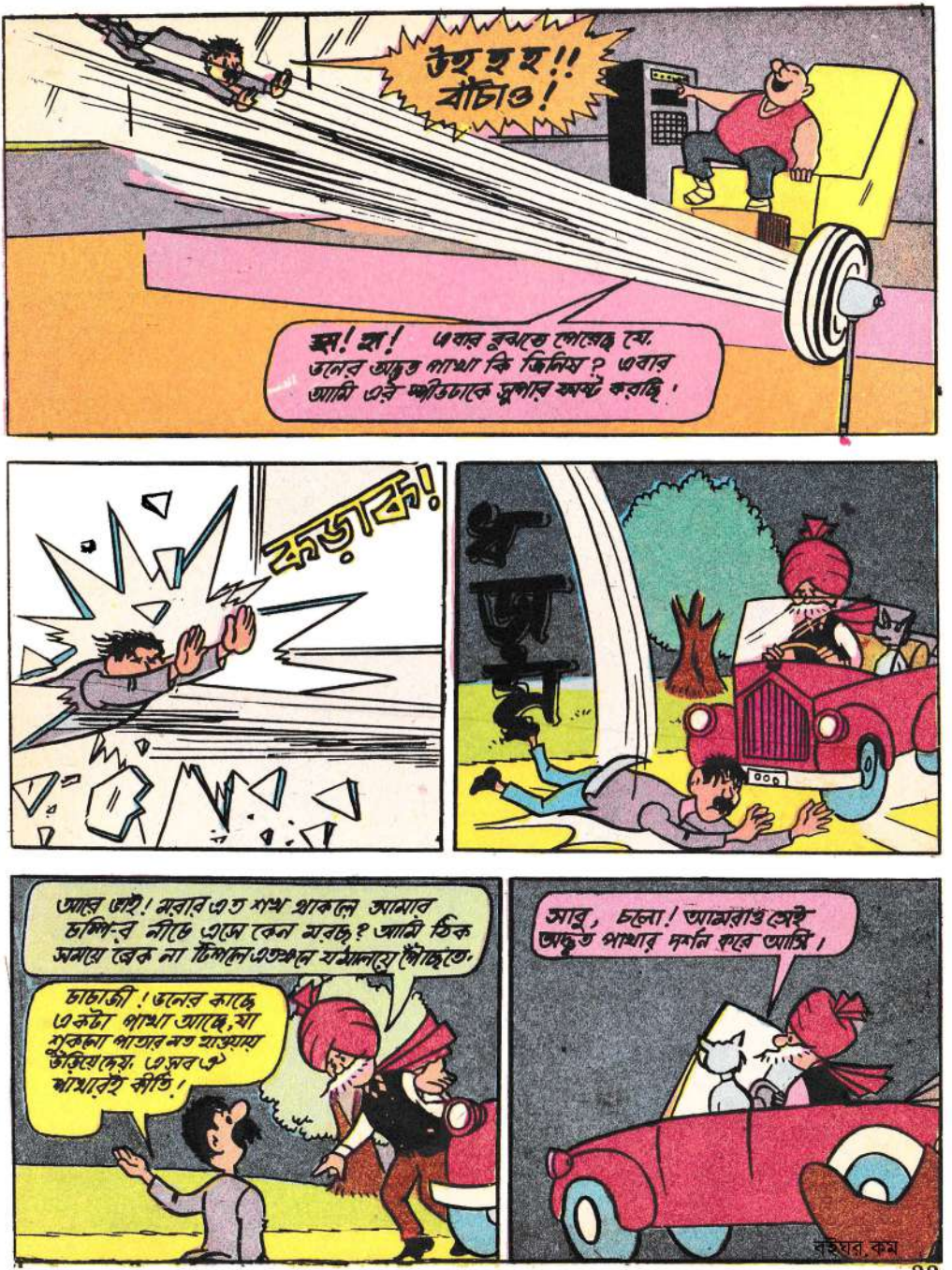

উহু হু হু!! বাঁচাও!
হা! হা! এবার বুঝতে পেরেছ যে ওনের অদ্ভুত পাখা কি জিনিস? এবার আমি এর স্পীডটাকে সুপার ফাস্ট করছি।
ফড়াক!
আরে ভাই! মরার এত শখ থাকলে আমার চম্পি-র নীচে এসে কেন মরছ? আমি ঠিক সময়ে ব্রেক না টিপলে এতক্ষণে যমালয়ে পৌঁছতে.
চাচাজী! ওনের কাছে একটা পাখা আছে, যা শুকনো পাতার মত হাওয়ায় উড়িয়ে দেয়. এসব ও পাখারই কীর্তি!
সাবু, চলো! আমরাও সেই অদ্ভুত পাখার দর্শন করে আসি।

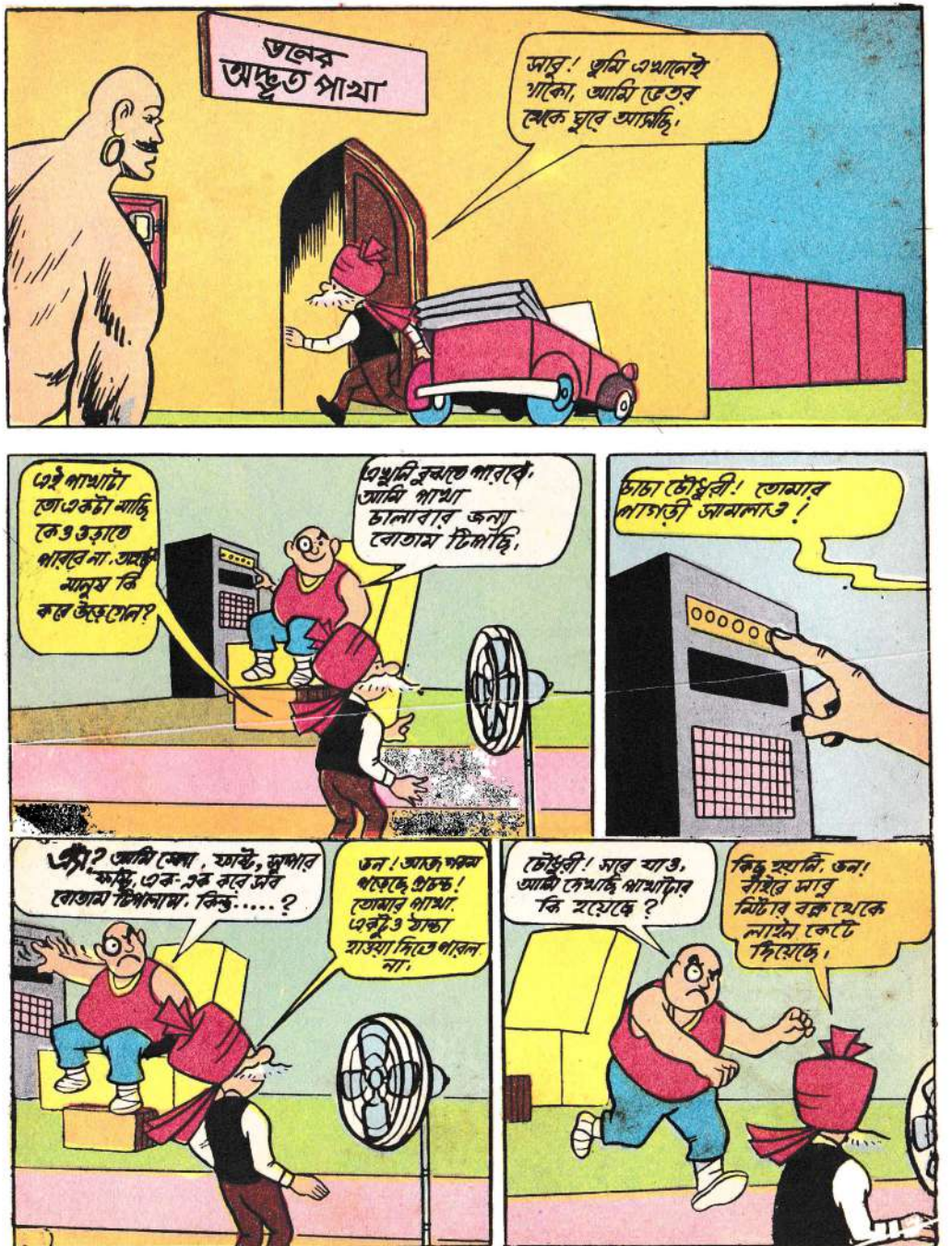

ডনের অদ্ভুত পাখা
সাবু! তুমি এখানেই থাকো, আমি ভেতর থেকে ঘুরে আসছি।
এই পাখাটা তো একটা মাছিকেও ওড়াতে পারবে না। অত বড় মানুষ কি করে উড়ে গেল?
এখুনি বুঝতে পারবে। আমি পাখা চালাবার জন্য বোতাম টিপছি।
চাচা চৌধুরী! তোমার পাগড়ী সামলাও!
এঁ্যা? আমি স্লো, ফাস্ট, সুপার ফাস্ট, এক-এক করে সব বোতাম টিপলাম। কিন্তু.....?
ডন! আজ পরম পড়েছে প্রচণ্ড! তোমার পাখা একটুও ঠান্ডা হাওয়া দিতে পারল না।
চৌধুরী! সরে যাও, আমি দেখছি পাখাটার কি হয়েছে?
কিছু হয়নি, ডন! বাইরে সাবু মিটার বক্স থেকে লাইন কেটে দিয়েছে।

Boighar.com

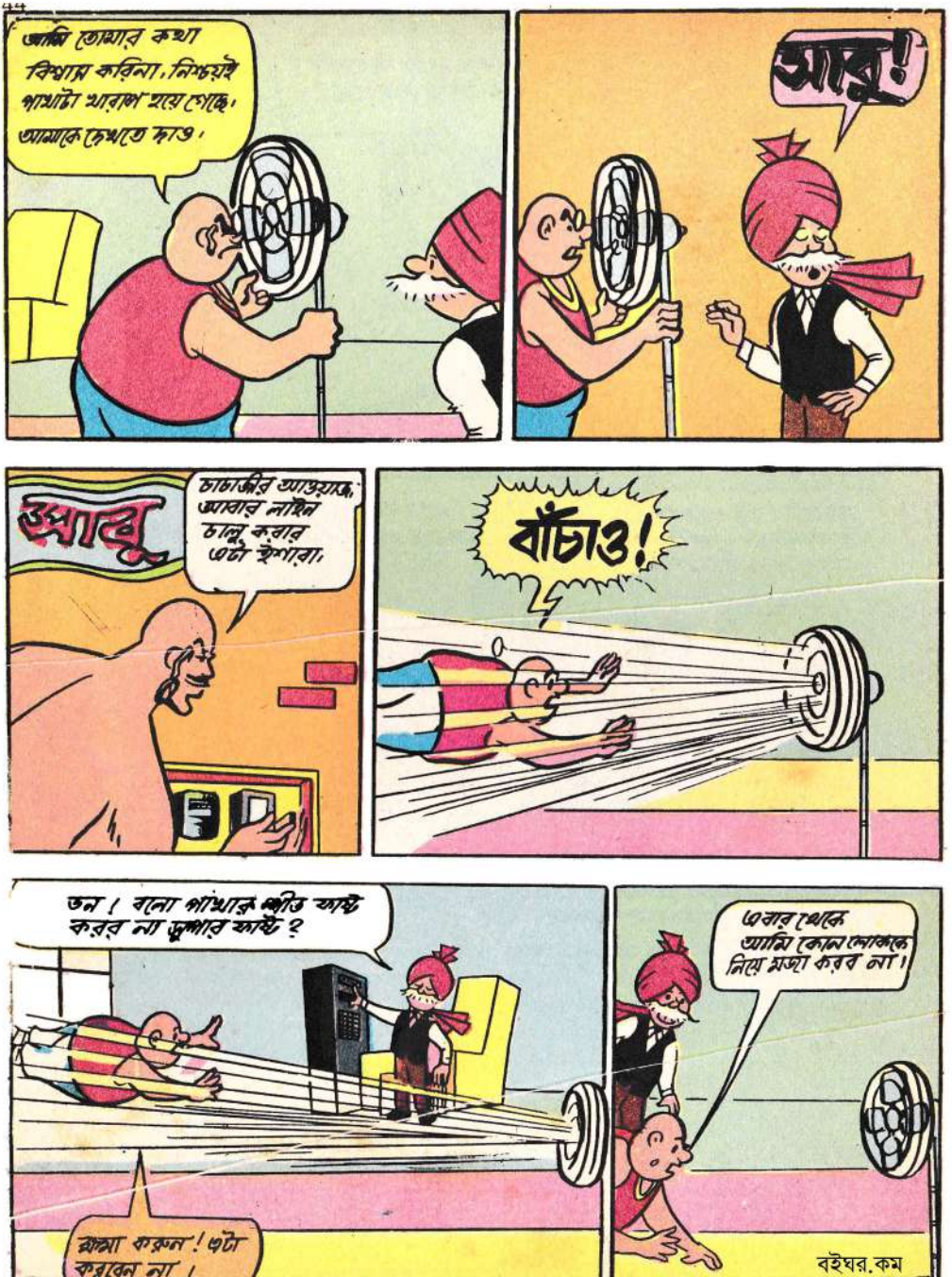

আমি তোমার কথা বিশ্বাস করিনা, নিশ্চয়ই পাখাটা খারাপ হয়ে গেছে। আমাকে দেখতে দাও।
চাচাজীর আওয়াজ, আবার লাইন চালু করার এটা ইশারা।
বাঁচাও!
ভন! বলো পাখার স্পীড ফাস্ট করব না ভুলার ফাস্ট?
ক্ষমা করুন! ওটা করবেন না।
এবার থেকে আমি কোন লোককে নিয়ে মজা করব না।
বইঘর.কম

চাচা চৌধুরী আর বিগহেড
ভগোন রাম! কি ব্যাপার? উদাস উদাস মনে হচ্ছে?
চাচাজী! কি আর বলব? বিয়ে করার পর শ্বশুর বাড়ীর জন্য আমার খরচ বেড়ে গেছে।
শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা কি তোমার ওখানে জমে বসেছে?
না, সে কথা নয়
আমার শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা নিজেদের বাড়ীতেই থাকে।
তাহলে ওদের জন্য তোমার খরচ বাড়ল কি করে?
আমি এই পাবলিক টেলিফোন বুথ থেকে প্রায়ই ফোন করি। আর আপনি তো জানেন এক টাকা করে লাগে প্রতিবার ফোন করতে।

Boighar.com

কাকাজী! এখন কোন উপায় কি নেই যাতে শ্বশুর বাড়ীতে ফোন করার খরচটা আমার বেঁচে যায়?
একটা উপায় আছে।
তাড়াতাড়ি বলুন! আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।
তুমি শ্বশুরবাড়ীতে তখনই ফোন করবে, যখন কেউ থাকবে না।
?
খোকী! তোমার লেখাপড়া শেষ হয়ে গেছে। এবার যাও কিছু টাকা রোজগার করে আনো।
আমি এখুনি যাচ্ছি দাদা।

আপনার স্বাস্থ্যটা খুব ভাল।
ইয়েস! আমার স্বাস্থ্য ভাল, কারণ আমি আমেরিকান। আমাদের দেশে সবাই লম্বা-চওড়া হয়।
আপনি আমেরিকান? তাহলে তো আপনি নিশ্চয়ই খুব বড়লোক। শুনেছি ওদেশের লোকেদের কাছে প্রচুর টাকা পয়সা থাকে।
ইয়েস, আমরা, আমেরিকানরা ধুক্কির সাহায্যে পয়সা রেডিগার করি। তুমিও কি পয়সা কামাতে চাও?
ইয়েস, আমেরিকান বাবু। আমিও কিছু কামাতে চাই।
আমি তোমাকে একটা পাজল, মানে ধাঁধা জিজ্ঞেস করছি, যদি তুমি তার জবাব সঠিক দিতে পার তাহলে আমি তোমাকে এক হাজার টাকা দেব। আর তুমি জবাব দিতে না পারলে তুমি আমাকে দশ টাকা দেবে।
দশ টাকার বদলে হাজার টাকা? ব্যাপারটা মন্দ নয়, আমেরিকান বাবু। ধাঁধা বলুন।

Boighar.com

কোন বাস এ্যাটলান্টিক সমুদ্র পার করেছে ?
বাস? সমুদ্র ?
এই নাও দশ টাকা !
বুদ্ধির ঢেঁকি ! তোমাদের দেশে এমন কেউ আছে যে আমার প্রশ্নের জবাব দিতে পারে?
চাচা চৌধুরী
আমাকে ওর কাছে নিয়ে চল ।
চাচাজী ! এই আমেরিকান বাবু একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করছে । উত্তর দিতে পারলে এক হাজার টাকা পাওয়া যাবে ।

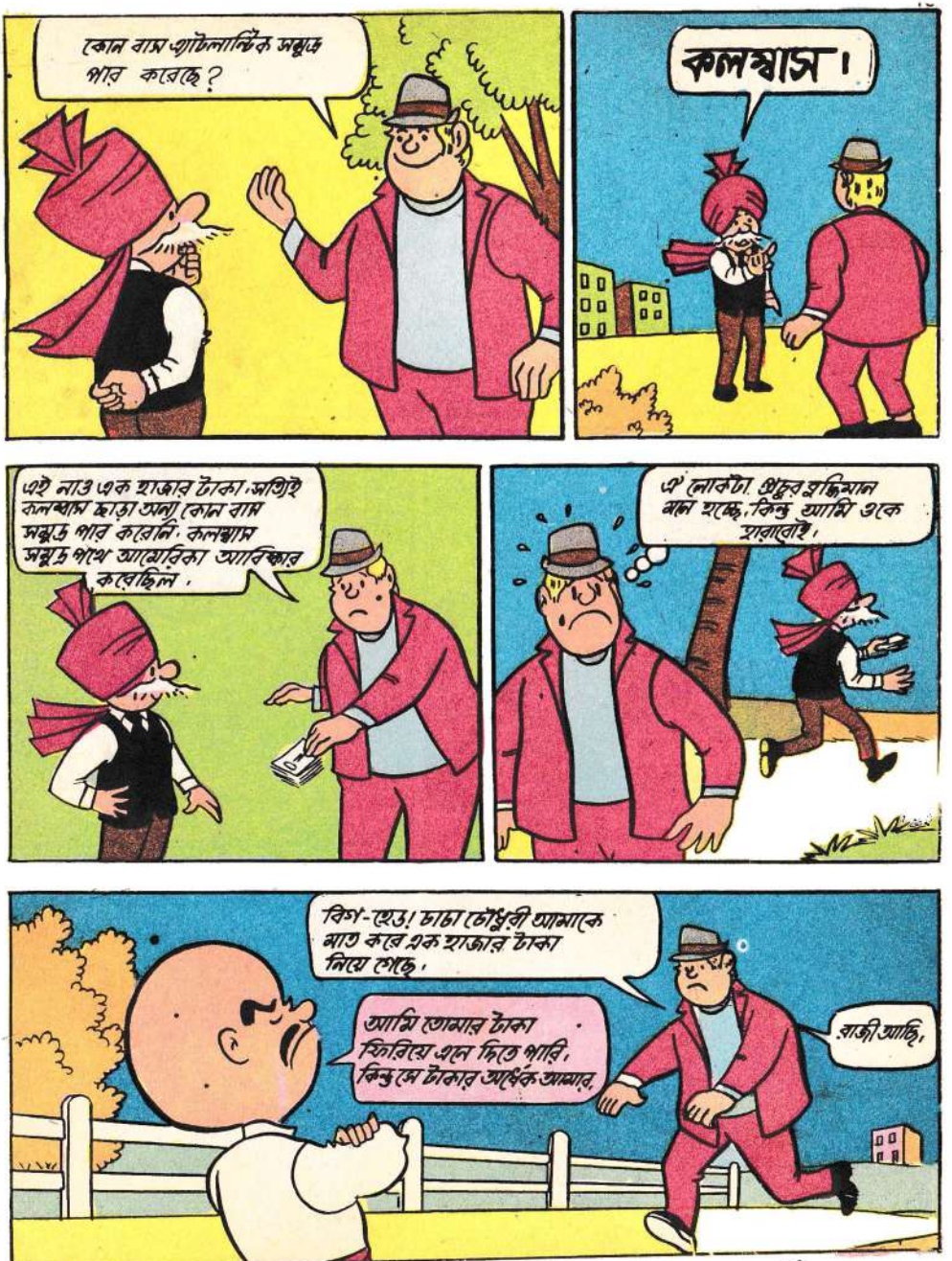
কোন বাস আটলান্টিক সমুদ্র পার করেছে?
কলম্বাস।
এই নাও এক হাজার টাকা। সত্যিই কলম্বাস ছাড়া অন্য কোন বাস সমুদ্র পার করেনি। কলম্বাস সমুদ্র পথে আমেরিকা আবিষ্কার করেছিল।
এ' লোকটা প্রচুর বুদ্ধিমান মনে হচ্ছে, কিন্তু আমি ওকে হারাবোই।
কিগ-হেড! চাচা চৌধুরী আমাকে মাত্র করে এক হাজার টাকা নিয়ে গেছে।
আমি তোমার টাকা ফিরিয়ে এনে দিতে পারি, কিন্তু সে টাকার অর্ধেক আমার।
রাজী আছি।

Boighar.com

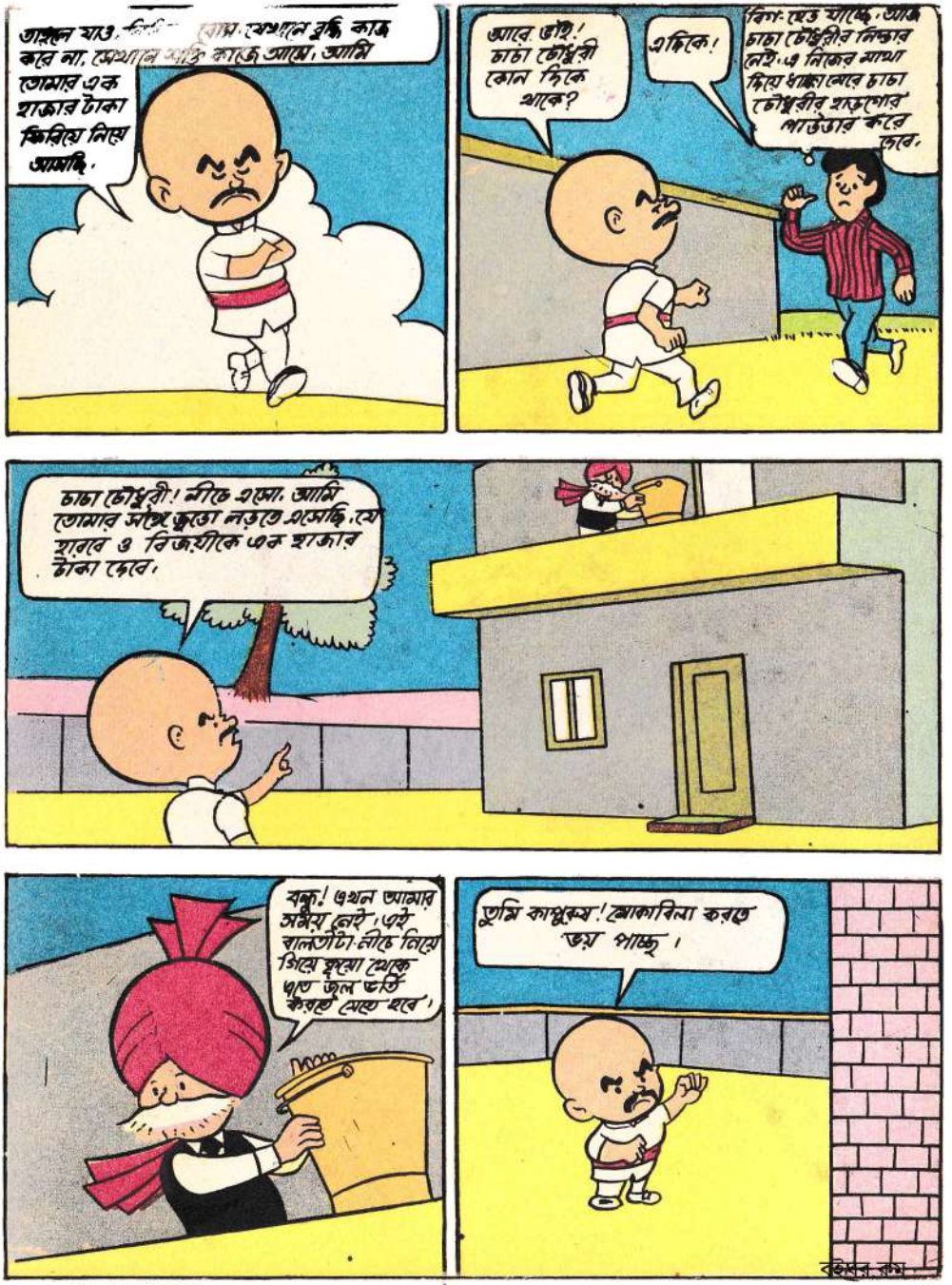

তাহলে যাও, বোঝ. যেখানে বুদ্ধি কাজ করে না, সেখানে শক্তি কাজে আসে. আমি তোমার এক হাজার টাকা ফিরিয়ে নিয়ে আসছি.
আরে ভাই! চাচা চৌধুরী কোন দিকে থাকে?
এদিকে!
কিন্তু যেও যাচ্ছে. আজ চাচা চৌধুরীর নিস্তার নেই. এ নিজের মাথা দিয়ে ধাক্কা মেরে চাচা চৌধুরীর হাড়গোড় পাউডার করে দেবে.
চাচা চৌধুরী! নীচে এসো. আমি তোমার সঙ্গে কুস্তি লড়তে এসেছি. যে হারবে ও বিজয়ীকে এক হাজার টাকা দেবে.
বন্ধু! এখন আমার সময় নেই. এই বালতিটা নীচে নিয়ে গিয়ে কুয়ো থেকে এতে জল ভর্তি করতে যেতে হবে.
তুমি কাপুরুষ! মোকাবিলা করতে ভয় পাচ্ছ.

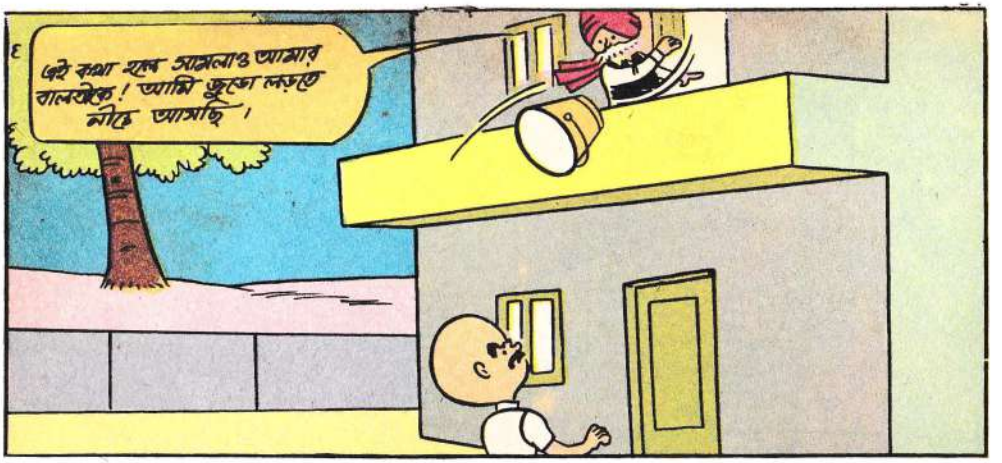

এই কথা হলে সামলাও আমার বালতীকে! আমি জুতো লড়তে নীচে আসছি।
নাও বিগ-হেড! আমি এসে গেছি।
ওহো! বালতীটা আমার মাথায় আটকে গেছে। যতক্ষন পর্যন্ত ওটা না বেরোচ্ছে, ততক্ষন মোকাবিলা স্থগিত থাকল।
ঠিক আছে। আমি অপেক্ষা করছি। আমার কোন তাড়া নেই।
ওহো! বালতী মাথা থেকে বেরোচ্ছেই না।

Boighar.com

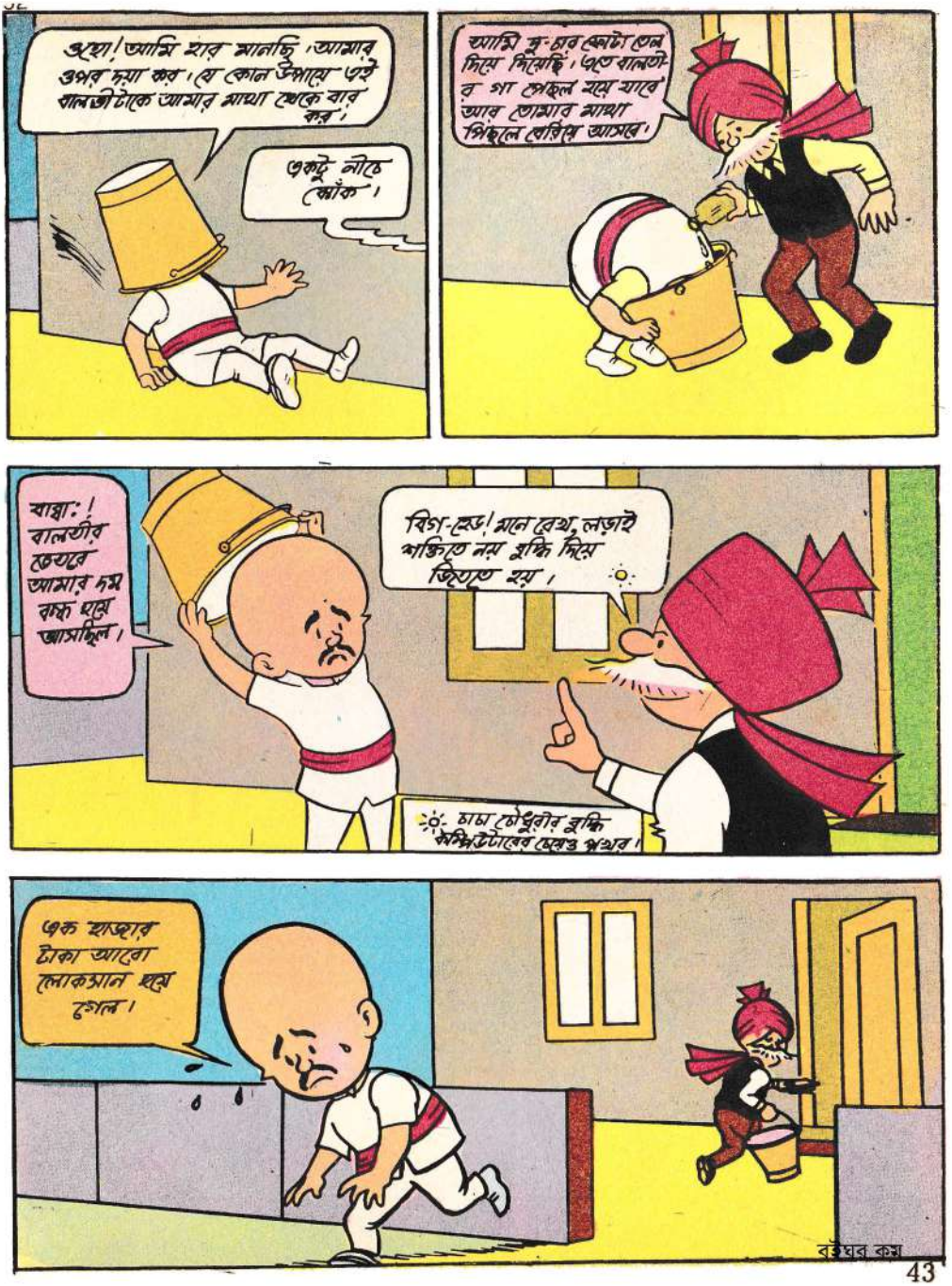

ওহো! আমি হার মানছি। আমার ওপর দয়া কর। যে কোন উপায়ে এই বালতীটাকে আমার মাথা থেকে বার কর।
একটু নীচে ঝোঁক।
আমি দু-চার ফোটা তেল দিয়ে দিয়েছি। এতে বালতীর গা পেছল হয়ে যাবে আর তোমার মাথা পিছলে বেরিয়ে আসবে।
বাপ্পা:! বালতীর ভেতরে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল।
বিগ-হেড! মনে রেখ, লড়াই শক্তিতে নয় বুদ্ধি দিয়ে জিততে হয়।
চাচা চৌধুরীর বুদ্ধি কম্পিউটারের চেয়েও প্রখর।
এক হাজার টাকা আরো লোকসান হয়ে গেল।

বইঘর কম

ভূতের ট্যাক্স
জাপানী রাম নিজের ঘরে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল।
ঘর্র্! ঘর্র্!
জাপানী রাম ওঠো!
ঘর্র্!
অ-আপনি?
তুমি এখনো ভূত ট্যাক্স দাওনি। আমি সেটাই উসুল করতে এসেছি। বার কর দশ হাজার টাকা।
ভূত ট্যাক্স? আমি তো এরকম কখনো শুনিনি।
যেরকম ইনকাম ট্যাক্স, সেলস্ ট্যাক্স আর হাউস ট্যাক্স দিতে হয়, ঠিক সেরকমই ভূত ট্যাক্সও দিতে হয়। যে এটা দেয়না, তাকে মরতে হয়।
আমাকে ক্ষমা করুন। আমার কাছে এখন পাঁচ হাজার আছে।

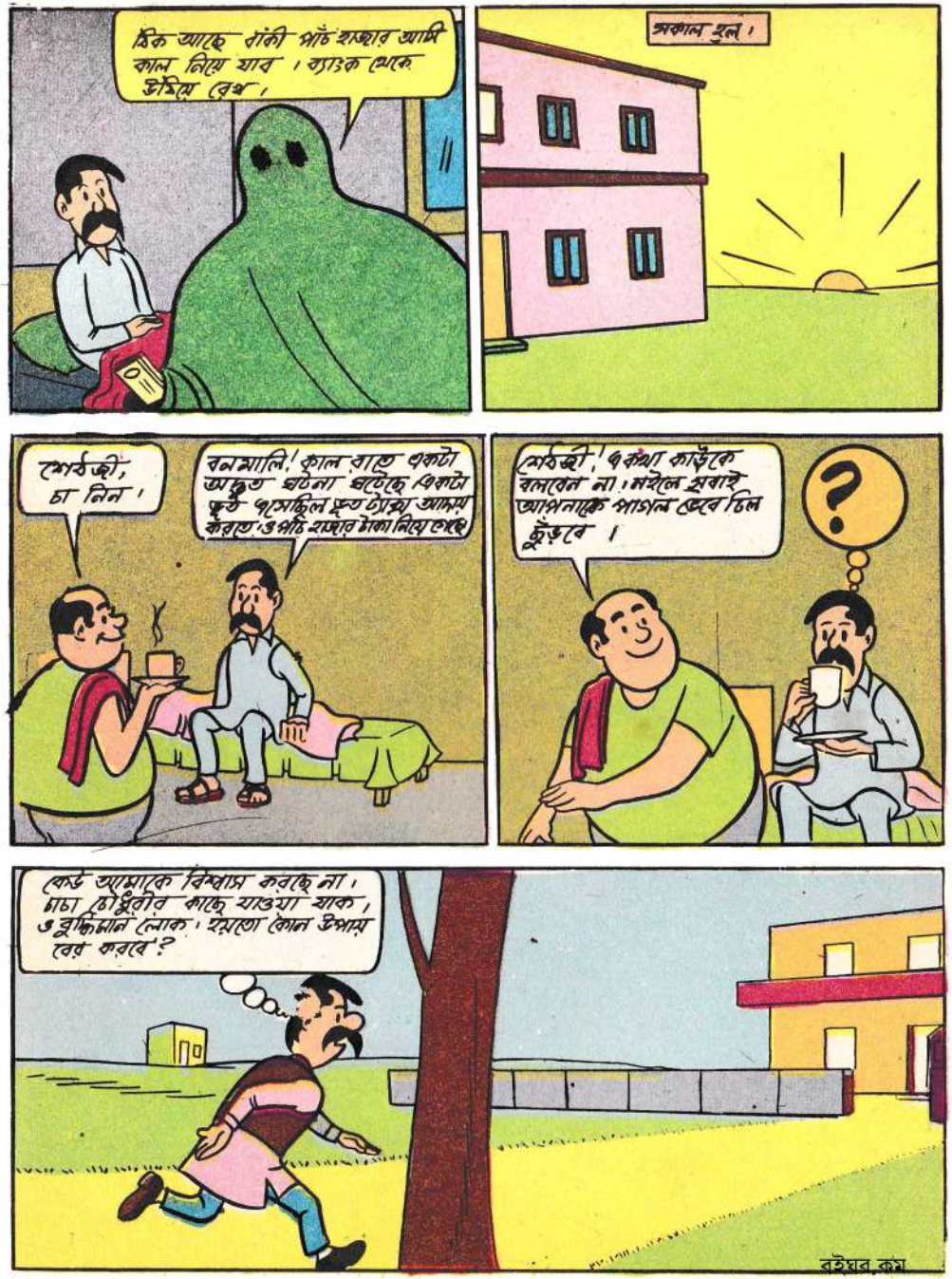
ঠিক আছে বাকী পাঁচ হাজার আমি কাল নিয়ে যাব। ব্যাংক থেকে তুলিয়ে রেখ।
সকাল হল।
শেঠজী, চা নিন।
বনমালি! কাল রাত্রে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। একটা ভূত এসেছিল ভূত ট্যাক্স আদায় করতে। ও পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে গেছে
শেঠজী! এ কথা কাউকে বলবেন না। নইলে সবাই আপনাকে পাগল ভেবে ঢিল ছুঁড়বে।
?
কেউ আমাকে বিশ্বাস করছে না। চাচা চৌধুরীর কাছে যাওয়া যাক, ও বুদ্ধিমান লোক। হয়তো কোন উপায় বের করবে?

বইঘর.কম

চাচাজী! কাল রাতে আমার বাড়ী ভূত এসেছিল। ও বলল যে, আমার দশ হাজার টাকা ভূত ট্যাক্স বাকী পড়েছে। আমি তখনই পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে দিয়েছি। বাকীটা ও আজ রাতে নিতে আসবে।
ওরকম ট্যাক্সতো আমি জীবনে শুনিনি।
আমি চেষ্টা করলে তোমার ট্যাক্স মকুব করতে পারি। এসো আমার সঙ্গে।
রাতে
জাপানীরাম মুখ ঢেকে শুলে হবেনা। আমি বাকী পাঁচ-হাজার টাকা ট্যাক্স নিতে এসেছি।
ভূত মশাই! আমি জাপানী রামের বন্ধু। আমার বন্ধু আজকের রাতটা ওপরের ঘরে শুয়ে আছে।
ঘরের জানলা খোলা আছে। ও বালিশের নীচে পাঁচ হাজার টাকা রেখেছে। গিয়ে নিয়ে আসুন।

Boighar.com

ওখানে ওঠবার জন্য আমি মই নিয়ে এসেছি।
সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ। আমি পাঁচ হাজার নিয়ে আসার পর তার দশ-ভাগের এক ভাগ তোমাকে দেব।
কড়াক!
ওহো! সিঁড়িটা ভেঙে গেল।
বাঁচাও!
আরে? এতো আমার চাকর বনমালি।
হ্যাঁ, আমি ভাঙা কাঠের মই এনে দিয়েছিলাম।
PRAN'S FEATURES
বইঘর.কম

ঠগের সাজা
শায়েনশা! তোমার এই ঠাঁঠবাট কি করে হলো? ইম্পোর্টেড চশমা, জামা টেরিলিনের, মুখে দামি সিগার। তুমি তো পকেটমার ছিলে, লটারী পেলে কি?
খচরু! আমি এখন বিজনেস করছি।
অফিস কোথায়?
এখানেই
কিন্তু আমি তো ধারে কাছে কোনও বোর্ড দেখতে পাচ্ছি না?
তারমানে তুমি সমুদ্র থেকে লবন তোলার বা স্টীমার চালাবার ঠিকা নিয়েছো। মনে হচ্ছে। তাই আজকাল তুমি সারাদিন এখানেই ঘাঁপিয়ে থাকো।
তা নয়। আমি এখানে থেকে যারা একলা স্নান করতে আসে তাঁদের জামা কাপড় তুলে নিয়ে যাই আর সেগুলোর পকেট সাফ করে সেসব চোরবাজারে বেচে দিই। ব্যাবসা ভালই চলছে।

Boighar.com

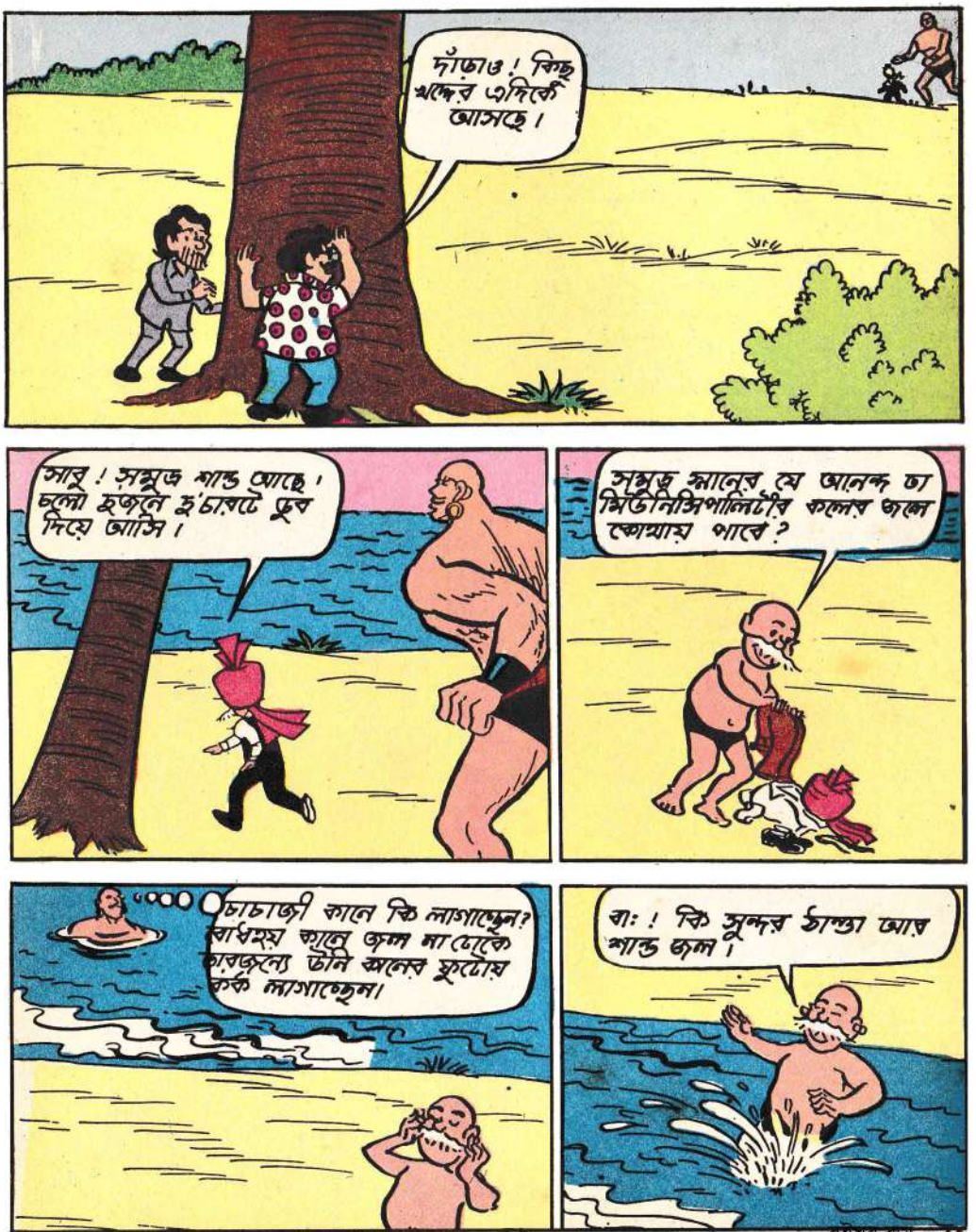

দাঁড়াও! কিছু খদ্দের এদিকে আসছে।
সাবু! সমুদ্র শান্ত আছে। চলো দুজনে দু'চারটে ডুব দিয়ে আসি।
সমুদ্র স্নানের যে আনন্দ তা মিউনিসিপালিটির কলের জলে কোথায় পাবে?
চাচাজী কানে কি লাগাচ্ছেন? বোধহয় কানে জল না ঢোকে তারজন্যে উনি স্নানের ছুটোয় কর্ক লাগাচ্ছেন।
বাঃ! কি সুন্দর ঠান্ডা আর শান্ত জল।

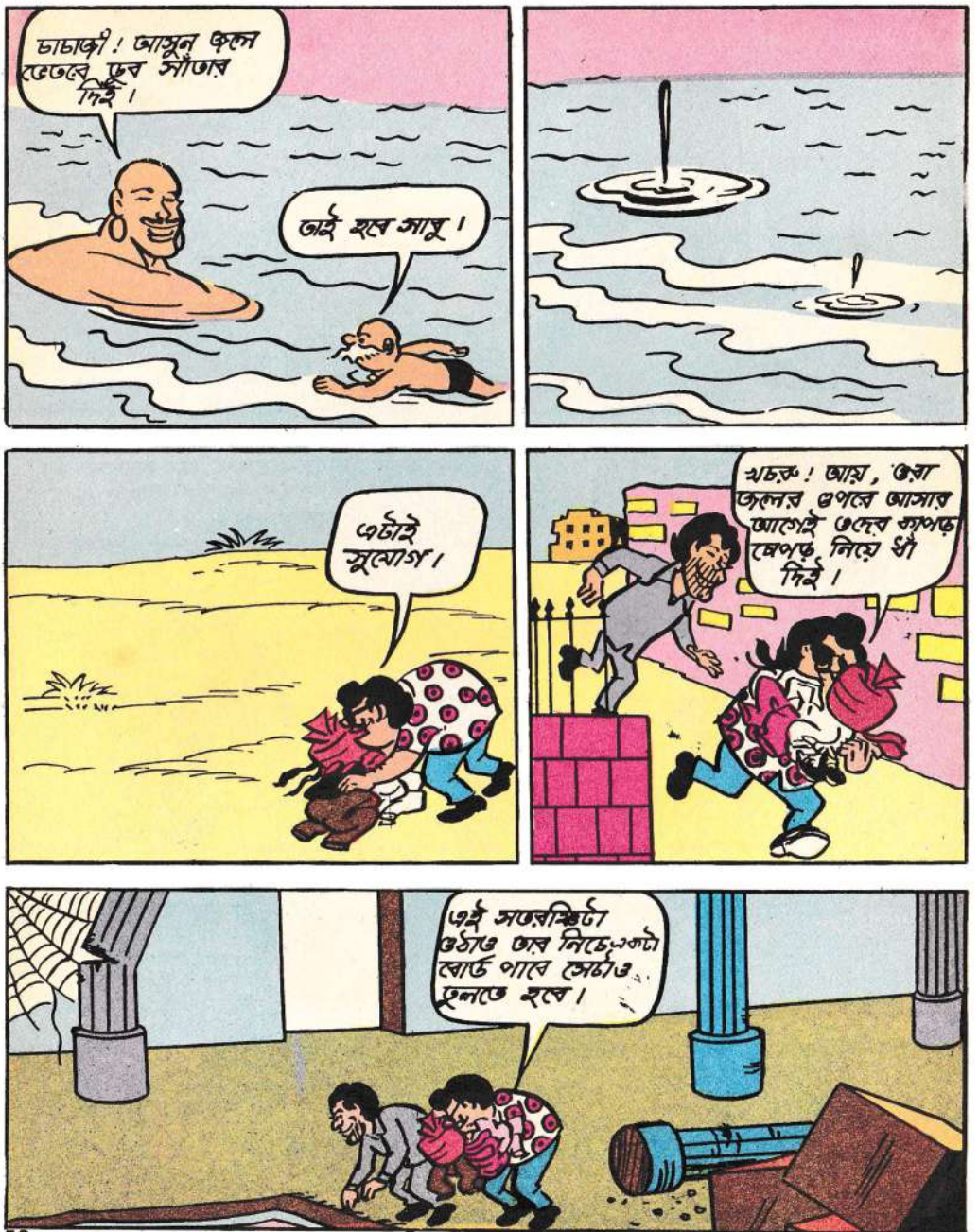

চাচাজী! আসুন জলে ভেতরে ডুব সাঁতার দিই।
তাই হবে সাধু।
এটাই সুযোগ।
খচরু! আয়, ওরা জলের ওপরে আসার আগেই ওদের কাপড় চোপড় নিয়ে ধাঁ দিই।
এই সতরঞ্চিটা ওঠাও তার নিচে একটা বোর্ড পাবে সেটাও তুলতে হবে।

আয়, আমরা আন্ডারগ্রাউন্ডে ঢুকে পড়ি। এই জায়গাটা এখন সবচেয়ে সুরক্ষিত।
কাপড়ের পকেট হাতড়ে পয়সা কড়ি বার করে নে। পরে ওগুলো চোর বাজারে বিক্রি করে দেওয়া যাবে।
সাবু! গভীর জলে ডুব সাঁতার দিয়ে ভাল লাগলো, চলো এবার পারে উঠি।
চাচাজী! আপনার কাপড় চোপড় সব গায়েব।
আপনি বাড়ি যাবেন কি করে? আরে আপনার জিনিস পত্র চুরি যাবার কোনও দুঃখ নেই? আপনি এমন ভাবে বসে আছেন যেন কিছুই হয়নি।

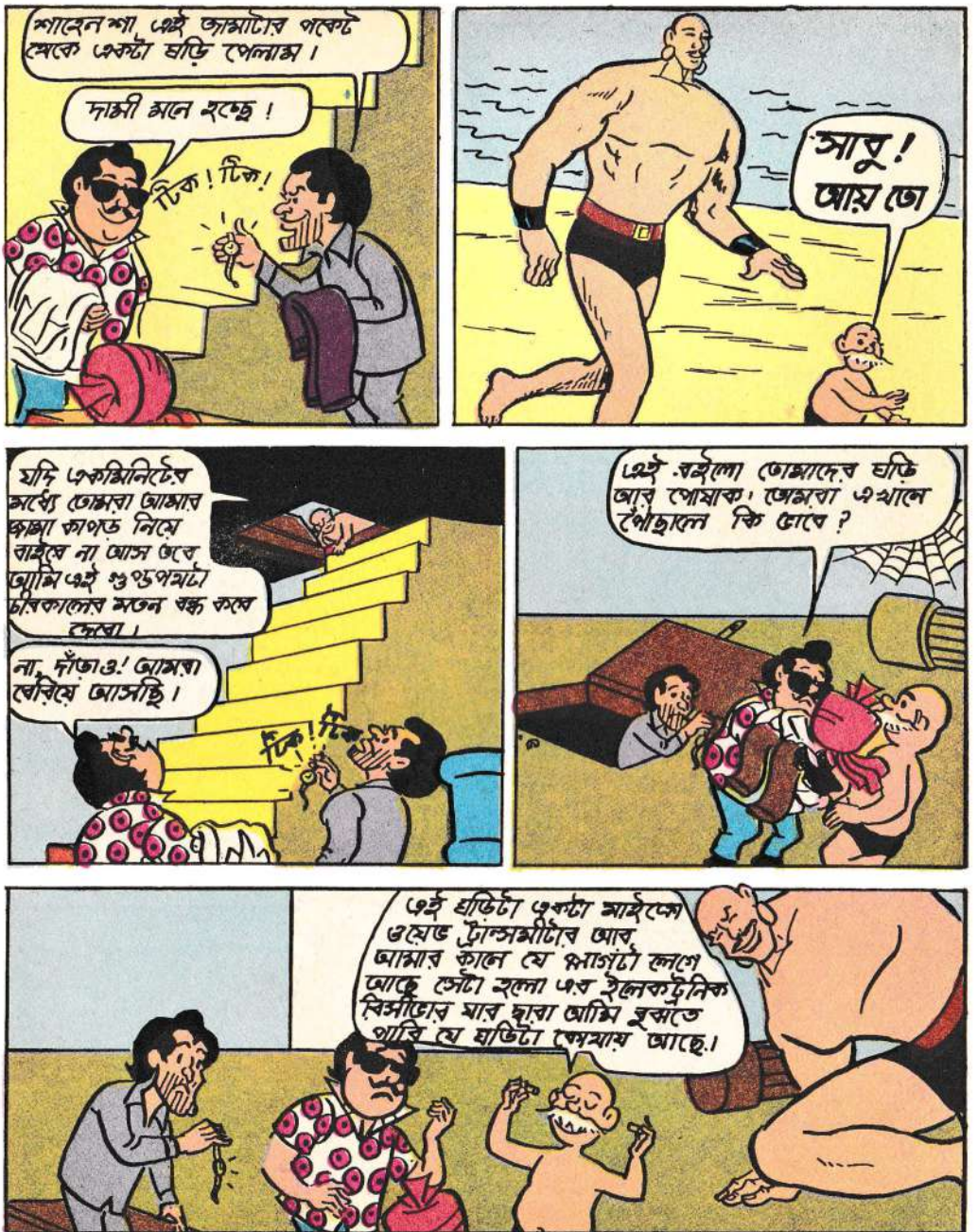
শারেন শা এই জামাটার পকেট থেকে একটা ঘড়ি পেলাম।
দামী মনে হচ্ছে!
টিক! টিক!
সাবু! আয় তো
যদি একমিনিটের মধ্যে তোমরা আমার জামা কাপড় নিয়ে বাইরে না আস তবে আমি এই গুপ্তপথটা চিরকালের মতন বন্ধ করে দেবো।
না, দাঁড়াও! আমরা বেরিয়ে আসছি।
টিক! টিক!
এই রইলো তোমাদের ঘড়ি আর পোষাক। তোমরা এখানে পৌঁছালে কি ভাবে?
এই ঘড়িটা একটা মাইক্রো ওয়েভ ট্রান্সমীটার আর আমার কানে যে যন্ত্রটা লেগে আছে সেটা হলো এক ইলেকট্রনিক রিসীভার যার দ্বারা আমি বুঝতে পারি যে ঘড়িটা কোথায় আছে।

Boighar.com

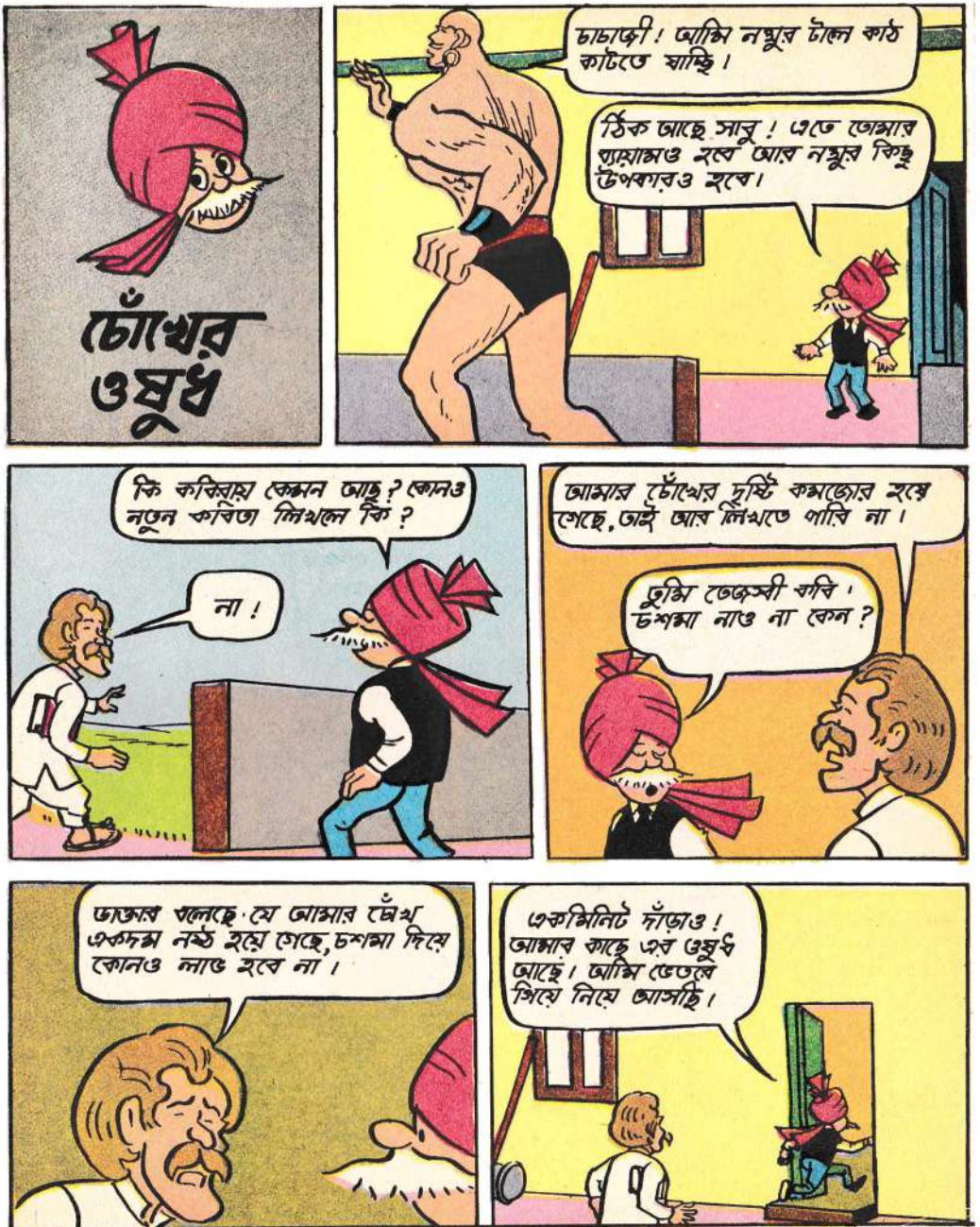
চোঁখের ওষুধ
চাচাজী! আমি নম্বুর টাল্লে কাঠ কাটিতে যাচ্ছি।
ঠিক আছে সাবু! এতে তোমার ব্যায়ামও হবে আর নম্বুর কিছু উপকারও হবে।
কি কবিরায় কেমন আছ? কোনও নতুন কবিতা লিখলে কি?
না!
আমার চোঁখের দৃষ্টি কমজোর হয়ে গেছে, তাই আর লিখতে পারি না।
তুমি তেজস্বী কবি। চশমা নাও না কেন?
ডাক্তার বলেছে যে আমার চোঁখ একদম নষ্ট হয়ে গেছে, চশমা দিয়ে কোনও লাভ হবে না।
একমিনিট দাঁড়াও! আমার কাছে এর ওষুধ আছে। আমি ভেতরে গিয়ে নিয়ে আসছি।

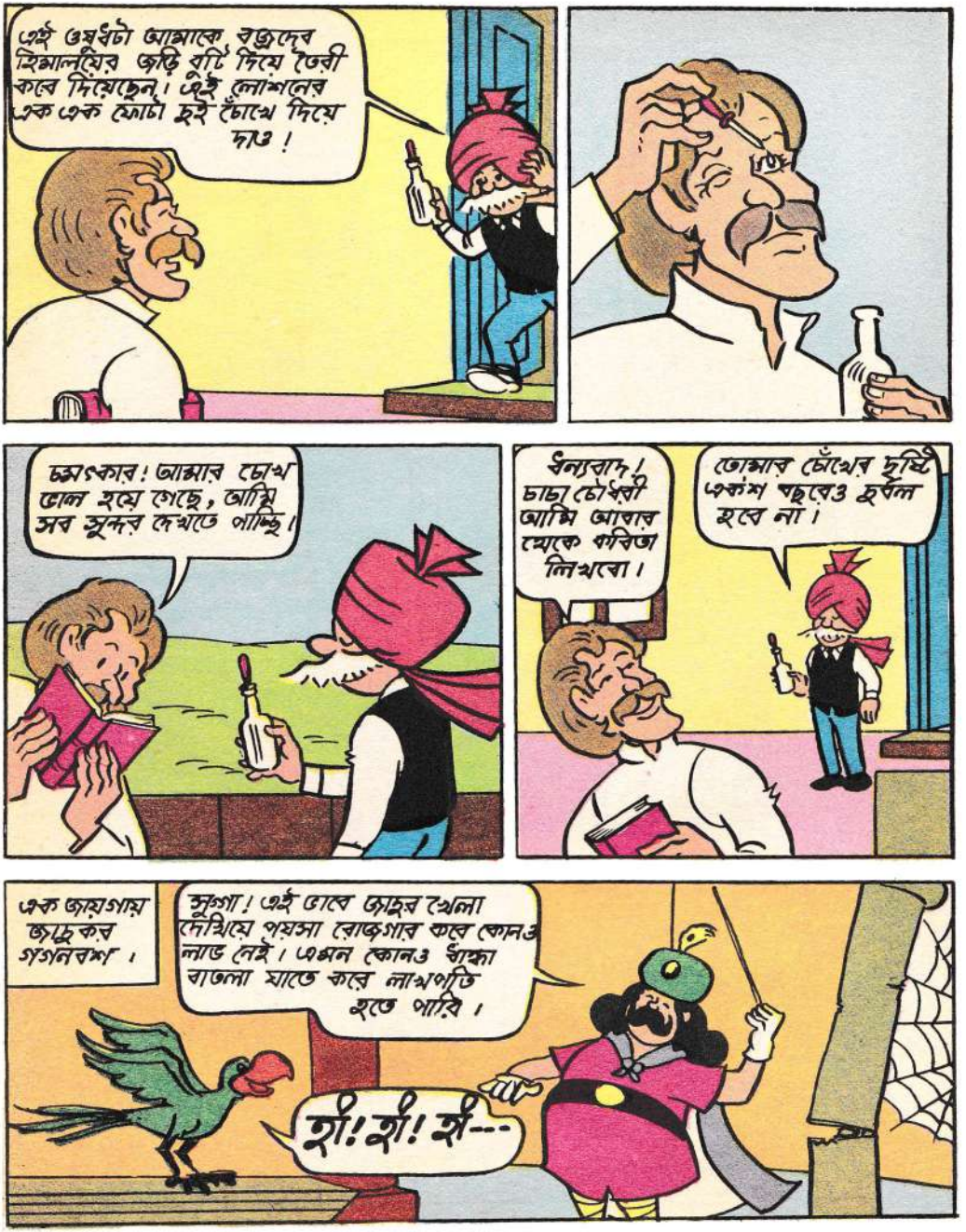

এই ওষুধটা আমাকে বজ্রদেব হিমালয়ের জড়ি বুটি দিয়ে তৈরী করে দিয়েছেন। এই লোশনের এক এক ফোঁটা দুই চোখে দিয়ে দাও!
চমৎকার! আমার চোখ ভাল হয়ে গেছে, আমি সব সুন্দর দেখতে পাচ্ছি।
ধন্যবাদ! চাচা চৌধুরী আমি আবার থেকে কবিতা লিখবো।
তোমার চোখের দৃষ্টি একশ বছরেও দুর্বল হবে না।
এক জায়গায় জাদুকর গগনবশ।
সুগ্গা! এই ভাবে জাদুর খেলা দেখিয়ে পয়সা রোজগার করে কোনও লাভ নেই। এমন কোনও ধান্ধা বাতলা যাতে করে লাখপতি হতে পারি।
হাঁ! হাঁ! হাঁ---

Boighar.com

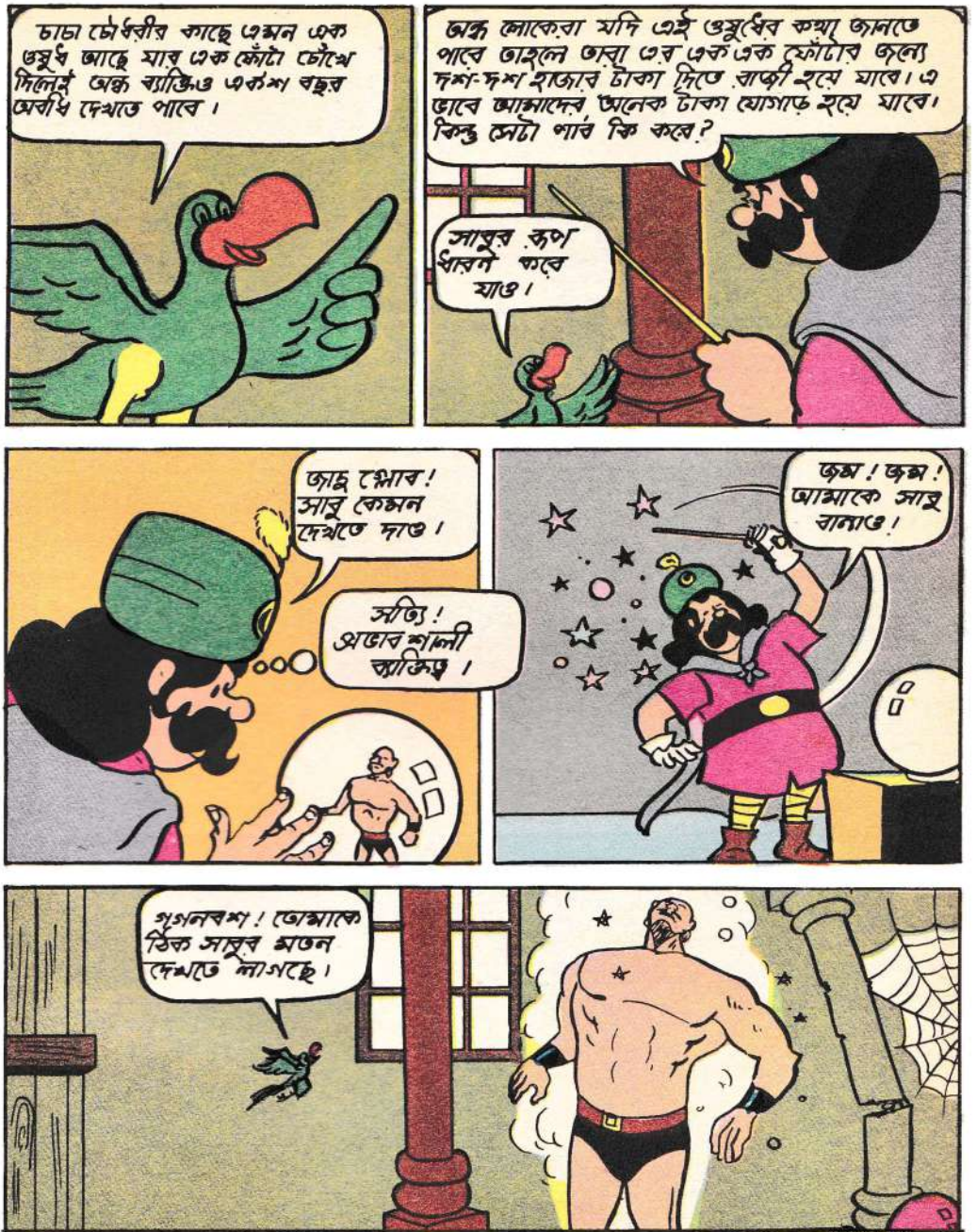

চাচা চৌধুরীর কাছে এমন এক ওষুধ আছে যার এক ফোঁটা চোখে দিলেই অন্ধ ব্যক্তিও একশ বছর অবধি দেখতে পাবে।
অন্ধ লোকেরা যদি এই ওষুধের কথা জানতে পারে তাহলে তারা ওর এক এক ফোঁটার জন্যে দশ-দশ হাজার টাকা দিতে রাজী হয়ে যাবে। এভাবে আমাদের অনেক টাকা যোগাড় হয়ে যাবে। কিন্তু সেটা পাব কি করে?
সাবুর রূপ ধারণ করে যাও।
জাদু গোলক! সাবু কেমন দেখতে দাও।
সত্যি! প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব।
জম! জম! আমাকে সাবু বানাও!
গগনবশ! তোমাকে ঠিক সাবুর মতন দেখতে লাগছে।

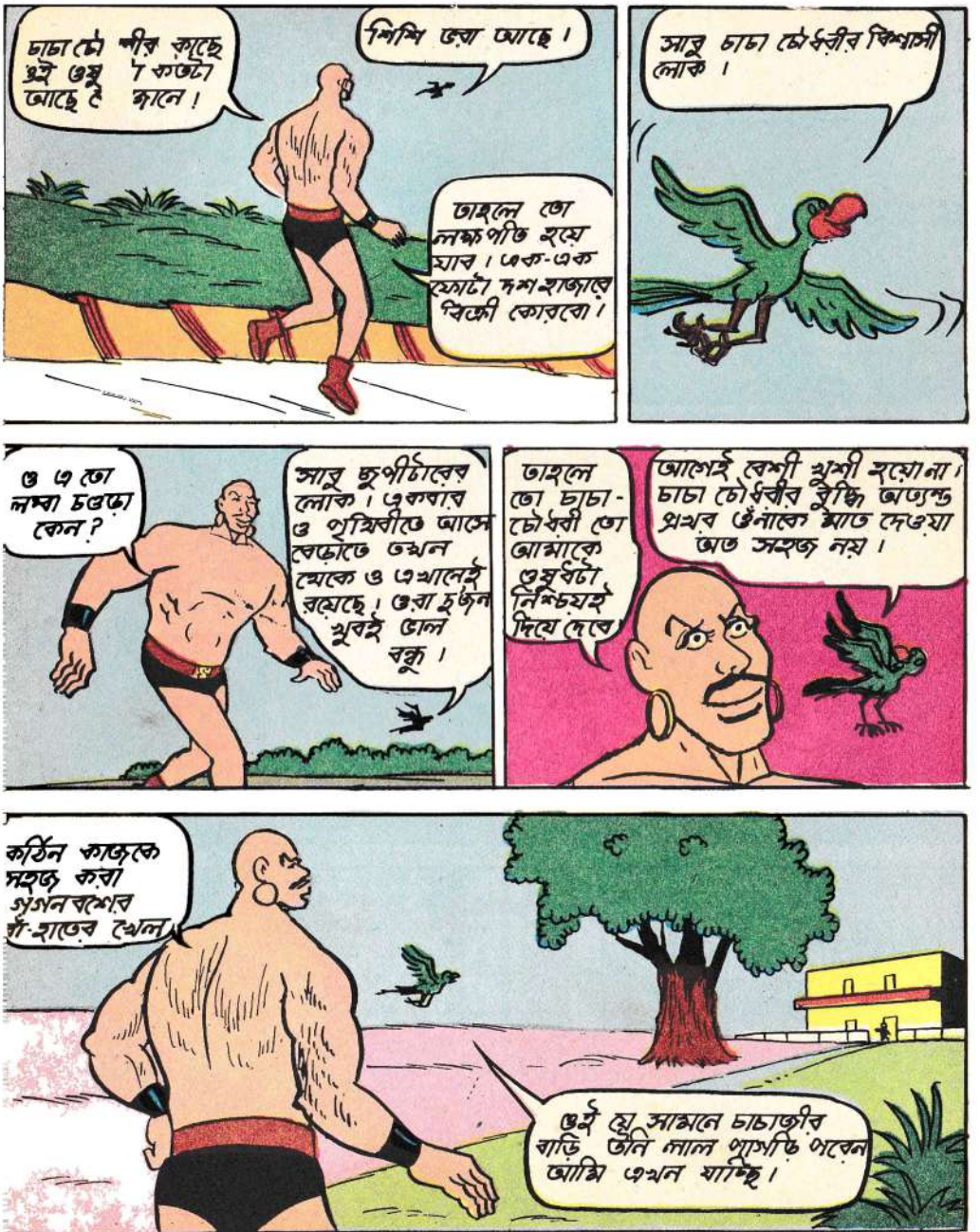

চাচা চৌধুরীর কাছে ওই ওষুধ কতটা আছে কে জানে!
শিশি ভরা আছে।
তাহলে তো লক্ষপতি হয়ে যাব। এক-এক ফোটা দশ হাজারে বিক্রী কোরবো।
সাবু চাচা চৌধুরীর বিশ্বাসী লোক।
ও এ তো লম্বা চওড়া কেন?
সাবু জুপীটারের লোক। একবার ও পৃথিবীতে আসে বেড়াতে তখন থেকে ও এখানেই রয়েছে। ওরা দুজন খুবই ভাল বন্ধু।
তাহলে তো চাচা-চৌধুরী তো আমাকে ওষুধটা নিশ্চয়ই দিয়ে দেবে।
আগেই বেশী খুশী হয়োনা। চাচা চৌধুরীর বুদ্ধি অত্যন্ত প্রখর ওঁনাকে মাত দেওয়া অত সহজ নয়।
কঠিন কাজকে সহজ করা গগনবশের বাঁ-হাতের খেল।
ওই যে সামনে চাচাজীর বাড়ি তিনি লাল পাগড়ি পরেন আমি এখন যাচ্ছি।

Boighar.com

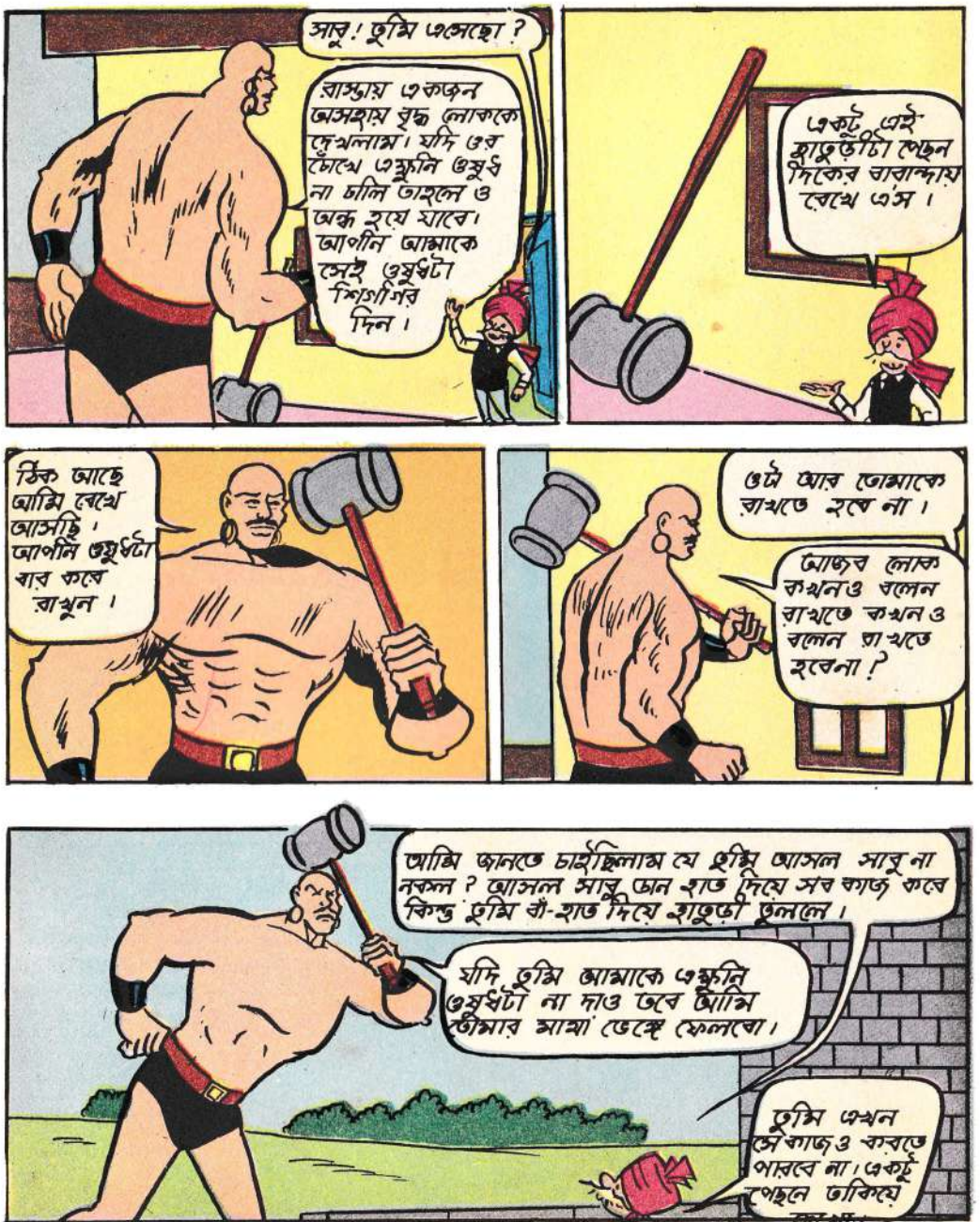
সাবু! তুমি এসেছো?
রাস্তায় একজন অসহায় বৃদ্ধ লোককে দেখলাম। যদি ওর চোখে এক্ষুনি ওষুধ না দেওয়া হয় তাহলে ও অন্ধ হয়ে যাবে। আপনি আমাকে সেই ওষুধটা শিগগির দিন।
একটু এই হাতুড়িটা পেছন দিকের বারান্দায় রেখে এস।
ঠিক আছে আমি রেখে আসছি। আপনি ওষুধটা বার করে রাখুন।
ওটা আর তোমাকে রাখতে হবে না।
আজব লোক কখনও বলেন রাখতে কখনও বলেন রাখতে হবেনা?
আমি জানতে চাইছিলাম যে তুমি আসল সাবু না নকল? আসল সাবু ডান হাত দিয়ে সব কাজ করে কিন্তু তুমি বাঁ-হাত দিয়ে হাতুড়ি তুললে।
যদি তুমি আমাকে এক্ষুনি ওষুধটা না দাও তবে আমি তোমার মাথা ভেঙ্গে ফেলবো।
তুমি এখন সে কাজও করতে পারবে না। একটু পেছনে তাকিয়ে

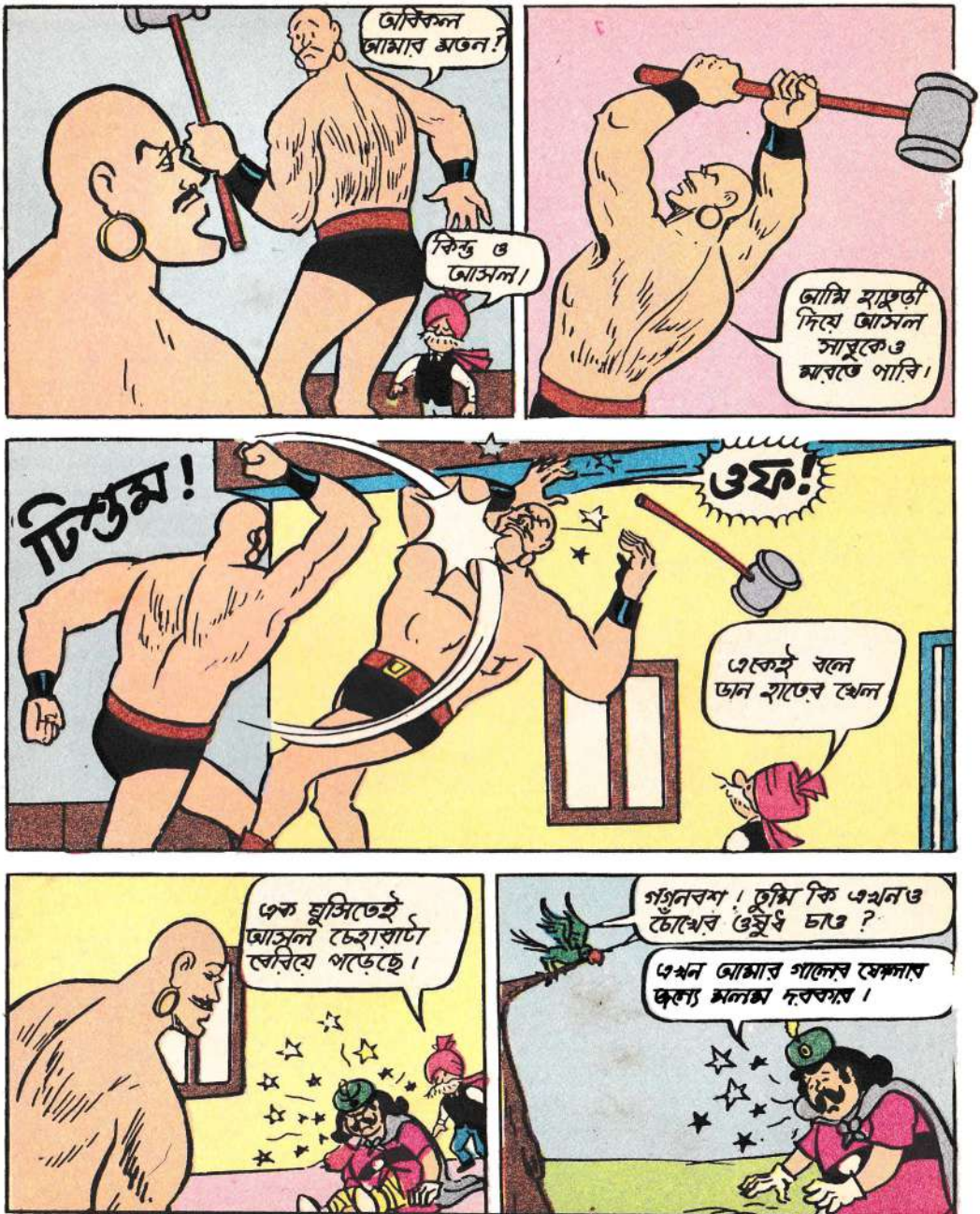

অবিকল আমার মতন!
কিন্তু ও আসল।
আমি হাতুড়ী দিয়ে আসল সাবুকেও মারতে পারি।
ঢিশুম!
ওফ!
একেই বলে ডান হাতের খেল
এক ঘুসিতেই আসল চেহারাটা বেরিয়ে পড়েছে।
গগনবশ! তুমি কি এখনও চোখের ওষুধ চাও?
এখন আমার গালের সেঁকার জন্য মলম দরকার।

Boighar.com

গোমা আর বীনু
গোমা! আমরা ভাল করেছি কলেজ থেকে কাট মেরে।
বীনু! ক্লাসে বসে প্রফেসারদের নীরস লেকচার শোনবার ধৈর্য্য আমার নেই।
STO
পর্তুগীজ ভাস্কো-ডা-গামা ক্যাপ অব গুড হোপের এমন এক চক্কর লাগিয়েছিল যে আজও আমরা সেই চক্কর সমানে খেয়ে যাচ্ছি।
আজ আমরা খালি আড্ডা দেবো আর ফুর্তি করবো।
যখন কলেজের ছুটি হবার সময় হবে তখন আমরা বাড়ি চলে যাব।
আমাদের মা-বাপ ভাববে আমাদের দিগগজ বাচ্চারা বাড়ি এল।
OTE
ওফ, গাড়ির শব্দে মনে হয় এই রাস্তায় অনেক গাড়ি চলছে। চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছিনা. রাস্তা পার হব কি করে?

গোমো! চল্ ওই সুরদাসের সঙ্গে একটু মজা করি।
আসুন আপনাকে রাস্তা পার করে দিই।
ভগবান তোমাদের ভাল করুন। আমি চায়ের দোকানে যাব।
আমরা রাস্তা পেরিয়ে গেছি যান ওই যে চায়ের দোকান।
ওফ!
বাঁচাও! আমি কোথায় পড়লাম।
হা! হা!
হা! হা!

Boighar.com

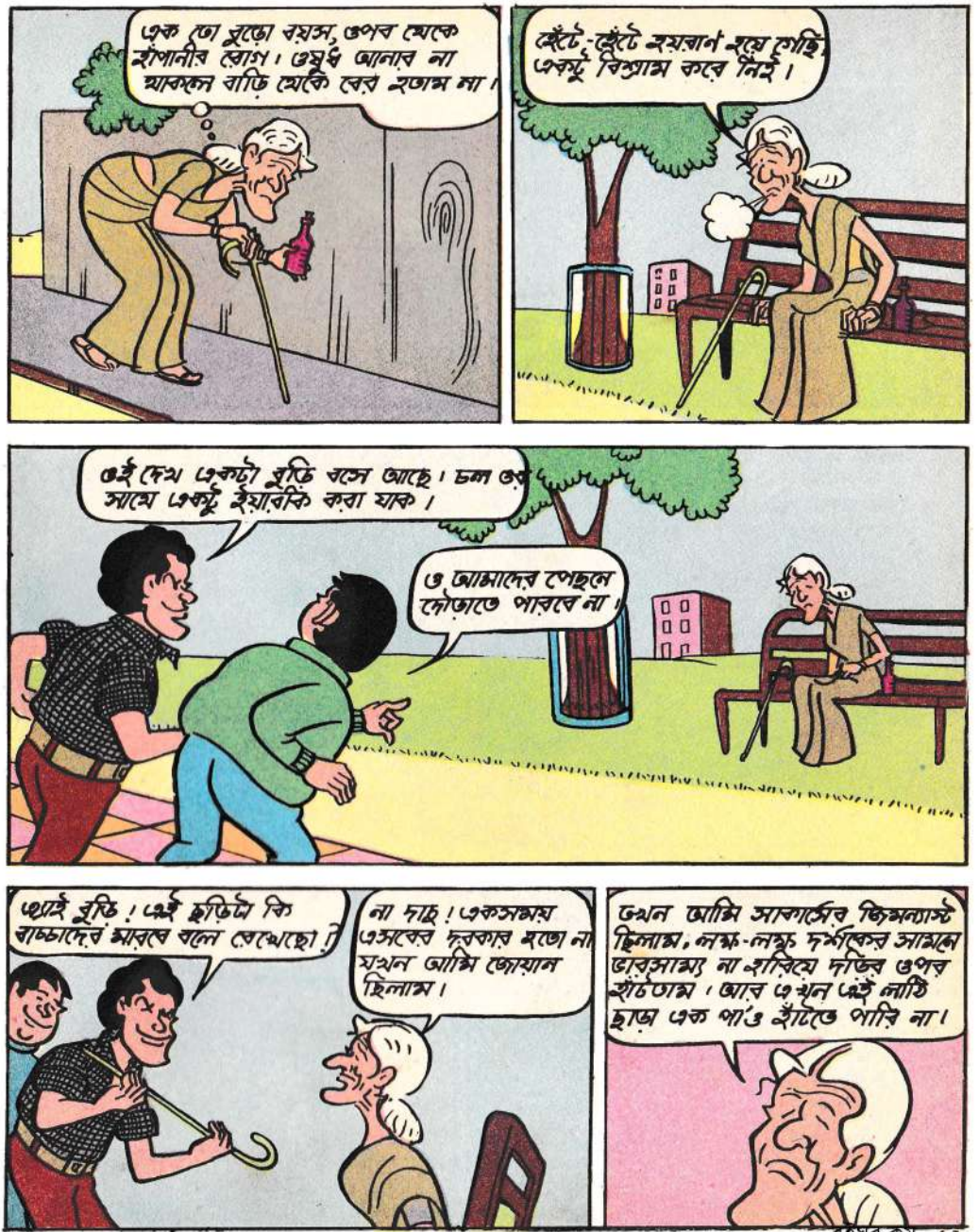

এক তো বুড়ো বয়স, ওপর থেকে হাঁপানীর রোগ। ওষুধ আনার না থাকলে বাড়ি থেকে বের হতাম না।
হেঁটে-হেঁটে হয়রান হয়ে গেছি। একটু বিশ্রাম করে নিই।
ওই দেখ একটা বুড়ি বসে আছে। চল ওর সাথে একটু ইয়ারকি করা যাক।
ও আমাদের পেছনে দৌড়াতে পারবে না।
ওহই বুড়ি! এই ছড়িটা কি বাচ্চাদের মারবে বলে রেখেছো?
না দাদু! একসময় এসবের দরকার হতো না যখন আমি জোয়ান ছিলাম।
তখন আমি সার্কাসের জিমন্যাস্ট ছিলাম, লক্ষ-লক্ষ দর্শকের সামনে ভারসাম্য না হারিয়ে দড়ির ওপর হাঁটতাম। আর এখন এই লাঠি ছাড়া এক পা'ও হাঁটতে পারি না।

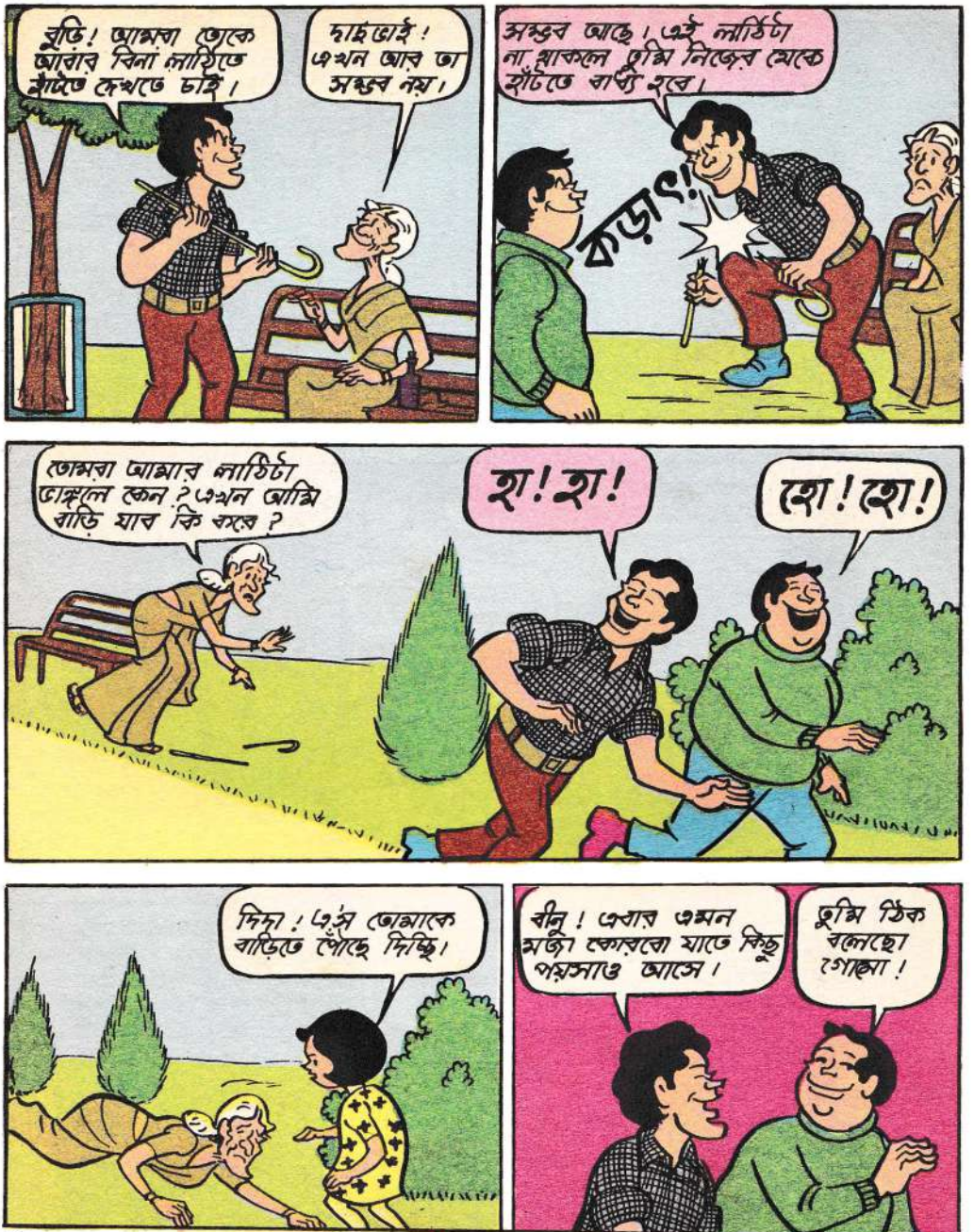
বুড়ি! আমরা তোকে আবার বিনা লাঠিতে হাঁটতে দেখতে চাই।
দাদাভাই! এখন আর তা সম্ভব নয়।
সম্ভব আছে। এই লাঠিটা না থাকলে তুমি নিজের থেকে হাঁটতে বাধ্য হবে।
কড়াৎ!
তোমরা আমার লাঠিটা ভাঙলে কেন? এখন আমি বাড়ি যাব কি করে?
হা! হা!
হো! হো!
দিদা! ওঁস তোমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছি।
বীনু! এবার এমন মজা কোরবো যাতে কিছু পয়সাও আসে।
তুমি ঠিক বলেছো গোপা!

Boighar.com

দেখ ওই লোকটা পাগড়ি পড়ে দাঁড়িয়ে আছে। চল ওর পাগড়িটা খুলে ফেড়ে দিই, সিনেমা দেখার পয়সা হয়ে যাবে।
এই পাগড়িটা তোমাকে মানাচ্ছে না। আমরা ওটাকে নিয়ে যাচ্ছি।
?
গররর!
ও পেছনে ছুটছে যে!
ভৌ! ভৌ!
ওর হাত থেকে বাঁচা মুস্কিল আছে। চল ওই বাড়িটায় ঢুকে পড়ি।
ভৌ ভৌ

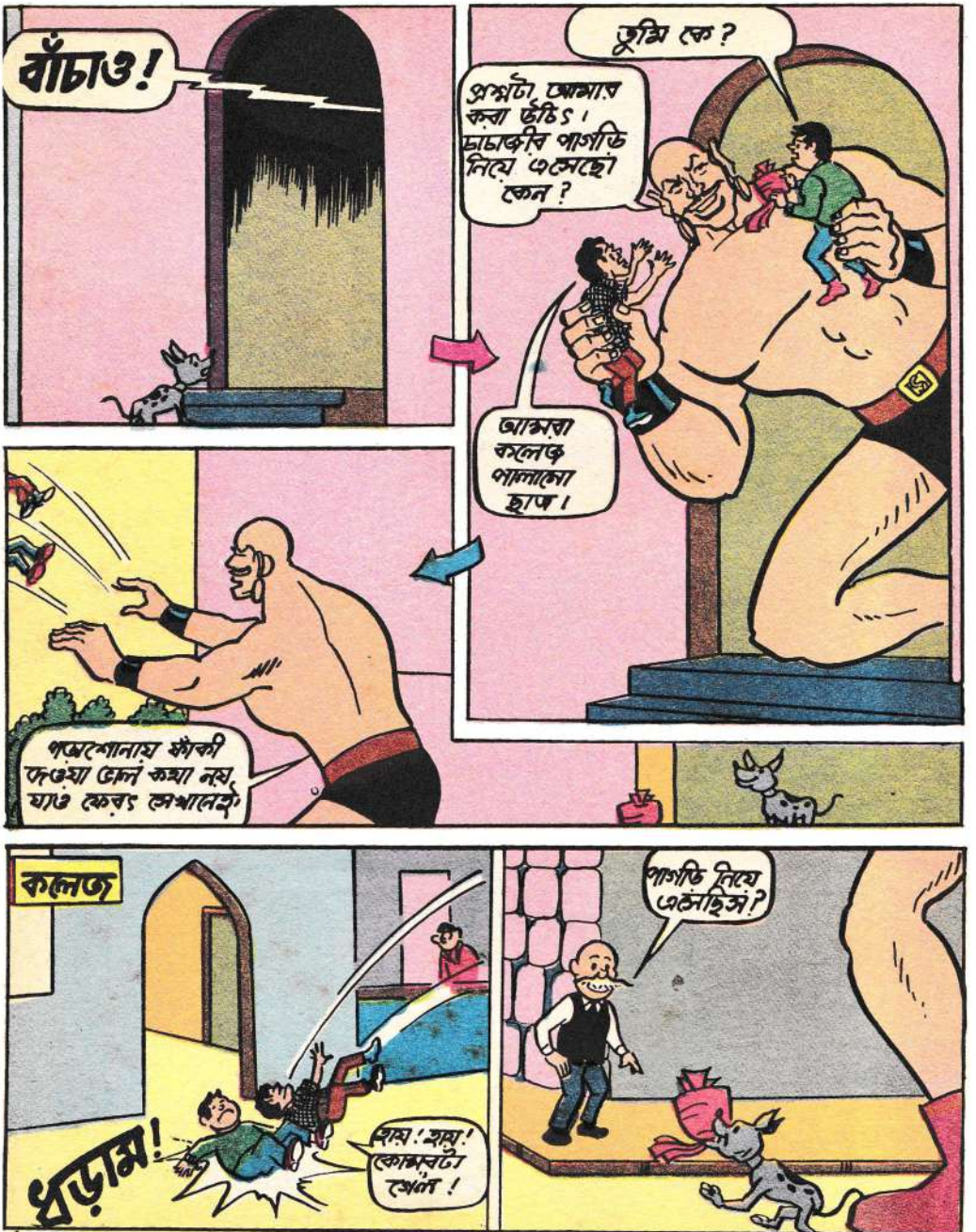

বাঁচাও!
তুমি কে?
প্রশ্নটা আমার করা উচিৎ। চাচাজীর পাগড়ি নিয়ে এসেছো কেন?
আমরা কলেজ পালানো ছাত্র।
পড়াশোনায় ফাঁকী দেওয়া ভাল কথা নয়, যাও ফের সেখানেই।
কলেজ
ধড়াম!
হায়! হায়! কোমরটা গেল!
পাগড়ি নিয়ে এসেছিস?

Boighar.com